দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমতের ৪১ বছর পূর্ণ হওয়াতে "মাসিক ফয়যানে মদীনা"র বিশেষ সংখ্যা

ফয়যানে দা'ওয়াতে ইসলামী

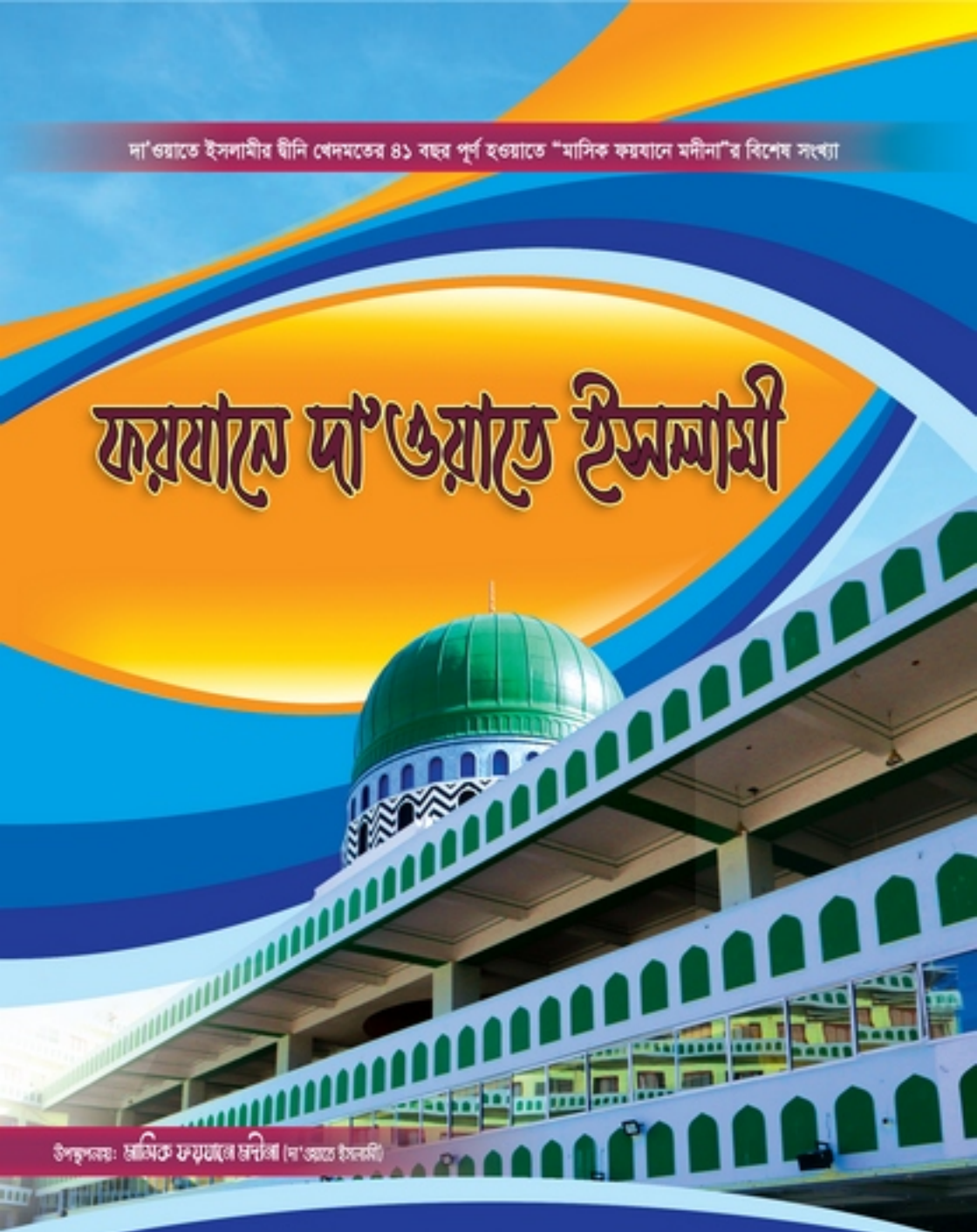

উপস্থাপনায়: মজলিস ফয়যানে মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমতের ৪১ বছর পূর্ণ হওয়াতে “মাসিক ফয়যানে মদীনা”র বিশেষ সংখ্যা

ফয়যানে দা’ওয়াতে ইসলামী

<u>উপস্থাপনায়ঃ</u>

মাসিক ফয়যানে মদীনা

<u>প্রকাশনায়ঃ</u>

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস ২রা সেপ্টেম্বর ২০২২ইং	৩
দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা ও দা'ওয়াতে ইসলামী	৬
মসজিদ আবাদ করার ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ইসলামীর ভূমিকা	১৫
সর্বসাধারণের শরয়ী নির্দেশনা ও দা'ওয়াতে ইসলামী	২০
তাহকীকাতে শরীয়া মজলিশ ও শরীয়া এডভাইজারি বোর্ড (ইফতা মাকতাব)	২৪
উস্তাযুল ওলামা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহিম কাদেরী বলেন:	২৪
দা'ওয়াতে ইসলামীর শিক্ষামূলক খেদমত	২৫
দা'ওয়াতে ইসলামী ও বৈশ্বিক শান্তি	৩১
দা'ওয়াতে ইসলামীর জনকল্যানমূলক খেদমত	৩৬
FGRF বাংলাদেশ	৪১
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমত	৪৪
Mobile Apps এর পরিচিতি	৪৪
ফয়যানে অনলাইন একাডেমি	৪৭
Social Media ও দা'ওয়াতে ইসলামী	৪৭
বিভিন্ন Websites চালু	৪৮
মাদানী চ্যানেল (Madani Channel)	৪৮
দা'ওয়াতে ইসলামী ও মহিলাদের মাঝে দ্বীনি কাজ	৫০
১২টি দ্বীনি কাজ সহ দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সিস্টেম	৫৪
দা'ওয়াতে ইসলামীর যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজ	৫৫
১২টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীর পর্যালোচনা (জুন ২০২২ইং)	৬০
দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের ডিপার্টমেন্ট সমূহ (ইসলামী ভাই)	৬১
দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের ডিপার্টমেন্ট সমূহ (ইসলামী বোন)	৬৩
দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের কয়েকটি বিবাগ ও বাৎসরিক কার্যবিবরণীর তুলনামূলক যাচাই	৬৫
আমীরে আহলে সুন্নাতের বার্তা দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের নামে!	৬৭
দা'ওয়াতে ইসলামীর কি হবে!	৭০

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস ২রা সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن

আল্লাহ পাক এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহে ২রা সেপ্টেম্বর ২০২২ইং **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** এর প্রতিষ্ঠার ৪১ বছর হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রায় ৪১ বছরের সফরে রাজনীতি, বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ এবং হরতাল ইত্যাদি থেকে দূরে থেকে ইতিবাচক (Positive) পদ্ধতিতে দ্বীনের ঐ কাজ করেছে, যার উদাহরন পাওয়া মুশকিল। মুরশিদের শহর থেকে শুরু হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেখতে দেখতে শুধু মুরশিদের দেশে নয় বরং সারা পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে এবং বর্তমানে (অর্থাৎ ২০২২ইং) ✯ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি কাজ ৮০টিরও বেশি বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে ✯ **দা'ওয়াতে ইসলামী** এখন পর্যন্ত হাজারো মসজিদ, অসংখ্য ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) বানানো হয়েছে। ✯ ছোট ছেলে ও মেয়েদের (Boys & Girls) আলাদা আলাদাভাবে কুরআনের শিক্ষা দেয়ার জন্য এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৯৪৬টি (৫ হাজার ৯ শত ছেচল্লিশ) মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে প্রায় ২,৬২,১১২ জন (২ লক্ষ ৬২ হাজার ১ শত বার) ছেলে শিশু ও

www.dawateislami.net

মেয়ে শিশুকে কুরআনে করীম হিফয ও নাযেরার ফ্রি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ✯ অন্ধ শিশুদের জন্যও আলাদাভাবে মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪,৩৯,৯৪০ জন (৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯ শত চল্লিশ) নাযেরা ও কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেছে। ✯ ইলমে দ্বীন প্রচারের (আলিম ও আলিমা কোর্স করানোর) জন্য আলাদা আলাদা জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১২৪৭টি (১ হাজার ২ শত সাতচল্লিশ) জামেয়াতুল মদীনা (বয়েজ, গালর্স) প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, যাতে প্রায় ৯৬,৯২১জন (৯৬ হাজার ৯ শত একুশ) ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নিজামী (আলিম ও আলিমা কোর্স, ফয়যানে শরীয়াত কোর্স) ফ্রি করানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৬,১১৭জন (১৬ হাজার ১ শত সতের) আলিম ও আলিমা কোর্স, ফয়যানে কোর্স সম্পন্ন করে নিয়েছে, লাখো হাফিয, ক্বারী, ইমাম, মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগা, আলিম ও মুফতী প্রস্তুত করার পাশাপাশি উম্মতের সংশোধন ও চরিত্র গঠনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ✯ লাখো আশিকানে রাসূল (ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন) এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অর্জনের চেষ্টায় লেগে রয়েছে। ✯ অসংখ্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে মুফতীয়ানে কিরাম উম্মতের শরয়ী নির্দেশনা প্রদানে সদা ব্যস্ত রয়েছে। আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Center) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য কিতাব ছাপানো হয়েছে। ✯ ফয়যানে অনলাইন একাডেমী (বয়েজ, গালর্স) প্রতিষ্ঠা

www.dawateislami.net

করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইন আলিম কোর্স, কুরআনে পাক (হিফয ও নাযেরা) পড়ানো হয়ে থাকে, ৩০টিরও বেশি অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে ৭৭টি দেশের (Countries) মানুষকে ঘরে বসেই ইলমে দ্বীনের আলো পৌঁছানো হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলিং সিস্টেম **"দারুল মদীনা"** এর মাধ্যমে হাজারো ছোট ছোট শিশুরা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করছে। ✯ **"মাদানী চ্যানেল"** এর মাধ্যমে ৬টি বড় স্যাটেলাইটে বাংলা, উর্দূ এবং ইংরেজী ভাষায় দ্বীনের প্রচুর খেদমত করা হচ্ছে। ✯ **FGRF** বিভাগের জনকল্যাণ ও সামাজিক খেদমতের ধারাবাহিকতাও অব্যাহত রয়েছে আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের ২৬ লাখেরও বেশি পরিবারকে বিভিন্ন নাজুক পরিস্থিতিতে শুধু সাহায্য করা হয়নি বরং ঐ পরিস্থিতিকে বিশেষকরে থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) এবং সাধারণত অন্যান্য রোগীদের জন্য রক্তের ব্যাগ (Blood Bags) জমা করানোর এমন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, যার তুলনা পাওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৩ হাজারের বেশি ব্যাগ জমা হয়ে গেছে। আসুন আমরা মিলেমিশে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার এই মহান কাজে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে মিলে **আল্লাহ** ও রাসূলকে খুশি করে জান্নাতের অধিকারী হই।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাময়
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যায়

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও দা'ওয়াতে ইসলামী

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী*

সফল নেতার একটি কৃতিত্ব হলো: তিনি যেই কাজের চাহিদা বা প্রত্যাশা তাঁর অনুসারীদের কাছে করে থাকেন, নিজেও তাতে যুক্ত হয়ে যান বা করার উৎসাহ পোষণ করেন। এর ফলে ফলোয়ার্সরাও উৎসাহ পায়, কাজ করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, তাদের সাথে তাদের নেতার সম্পর্ক আরো মজবুত হয় এবং তারা তাঁর চোখের ইশারায় চলতে শুরু করে দেয়। আমাদের এই যুগের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক গুণাবলীর মধ্যে এই গুণও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্তর্ভূক্ত তাঁর ভক্তদেরকে হয়তো এমন কোন কাজ করার উৎসাহ দেননি, যাতে তিনি নিজে ডাইরেক্ট বা ইন-ডাইরেক্ট সম্পৃক্ত থাকেন না। যেমন; তিনি ✯ মাদানী কাফেলায় সফর করেছেন ✯ এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করেছেন ✯ ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিয়েছেন ✯ সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন এবং বয়ানও করেছেন ✯ ফান্ডিং (তহবিল জমা করা) এর প্রচেষ্টায় তাঁর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে ✯ অসংখ্য দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করেছেন ✯ মুখ, চোখ ও পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়েছেন ✯ কুফ্‌লে মদীনা দিবস

* ইসলামীক স্কলার, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (ইসলামিক রিচার্স সেন্টার) এর সদস্য।

www.dawateislami.net

উদযাপন করেছেন ✯ ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেও নেকীর কাজে উৎসাহ দিয়েছেন ✯ পোষাক, পাগড়ী, মিসওয়াক, পানাহার, চলাফেরা, বসা, কথাবার্তা ইত্যাদির সুন্নাত ও আদবের উপর আমল করেছেন ✯ দুঃখীদের সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়েছেন, তাদের জন্য দোয়া করেছেন এবং মুসলমানের আনন্দ শোকের সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেই বলেন: উৎসাহ প্রদানের জন্য আপাদমস্তক নমুনা হতে হয়।

হে আশিকানে রাসূল! মালির কাছে তার বাগান খুবই প্রিয় হয়ে থাকে, সে এর চারাগুলোর ডাল ও পাতার সুরক্ষা পর্যন্ত নিজের সন্তানের মতো করে থাকে, অনুরূপভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতার নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী** এক ধরনের বাগানই, আজকের এই বাগান ও বসন্তের পেছনের কেন্দ্রীয় অবদান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরই, তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড কোন পীর খানা, দারুল ইফতা বা মাদরাসার সাথে জড়িত নয় বরং তাঁর সম্মানিত পিতা হাজী আব্দুর রহমান কাদেরী (মরহুম) শরীয়াতের উপর আমলকারী সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন এবং চাকরী করে নিজের পরিবারের ভরনপোষন চালাতেন, এরপরও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রেরণায় দ্বীন ইসলামের এতবড় পরিসরে খেদমত করেছেন যার তুলনা তিনি নিজেই। আমি এটাই বলতে চাই যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী** সংগঠন তৈরীকৃত,

www.dawateislami.net

সাজানো গোছানো অবস্থায় পাননি বরং তিনি ওলামায়ে কিরাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণের সহযোগিতায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের জীবনের ৪১টি বছর দিয়েছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন, নিজের আরামকে মুসলমানদের উপকারের জন্য উৎসর্গ করেছেন কিন্তু ক্লান্ত হননি, প্রতিবন্ধকতা এসেছে কিন্তু নিরাশ হননি, ক্ষুধা সহ্য করেছেন, ঘুম কুরবান করেছেন, কম সুবিধা সম্পন্ন সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, সহকারীদের খেদমত করার স্বীকৃতি! কিন্তু তাদের সহযোগিতাকে ফলপ্রসূকারী সত্তা ছিলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ পাওয়া যাবে, যারা নিজের দক্ষতাকে (Skills) নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, সেই কাজ অন্য কাউকে শেখায় না, তাদের এই সংশয় (Apprehension) কষ্ট দিতে থাকে যে, এই লোক কাজকে সাজানোর পরিবর্তে বিগড়ে দিবে, এর চেয়ে ভালো যে, আমি নিজেই এই কাজ করে নিই, এভাবে সে নিজেও বেশি কাজ করতে পারে না যে, এক ব্যক্তি আর কত করবে! অতঃপর তার অসুস্থতা বা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া অবস্থায় তার দক্ষতাও তার সাথেই বিদায় হয়ে যায়, অথচ কাউকে শিখানোর জন্য এক ঘন্টা ব্যয় করা হলে তবে আমাদের কত শত ঘন্টা সাশ্রয় হতে পারে, আর আমাদের পরও সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ৪১ বছরের এই পরিক্রমায় বিতরন নীতির উপর আমল করেছেন এবং কাজকে নিজের নিকট জমা করেননি বরং যেই

www.dawateislami.net

দ্বীনি কাজের জন্য যখনই উপযুক্ত ইসলামী ভাই পেয়েছেন, তাকে দায়িত্ব দিতে থাকেন আর ঐ সময় এলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগণের পূর্ণ একটি সার্কেল সৃষ্টি হয়ে গেছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বানানো হলো, এক পর্যায়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরা (Central Executive Committee) বানানো হলো। এভাবে তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা মারকাযী মজলিশে শূরাকে সমর্পণ করে দিলেন, যারা প্রায় ২২ বছর ধরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতার অধীনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজকে পরিচালনা করছে। এত অধিক দ্বীনি কাজ করার পরও তাঁর বিনয়ের ধরন এমন যে, "আমি কিছুই করিনি, এখনো অনেক কিছু করতে হবে।"

এমন নয় যে, এই সিস্টেমটি বানানো এবং সক্রিয় করার পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা নিজে আরামের রিটায়ার্টমেন্টের জীবন অতিবাহিত করছেন বরং তাঁর দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক ব্যস্ততা এমন, যার বিবরন জানলে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তাঁকে হাফিযে মিল্লাত হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয মুবারকপুরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উক্তির মতো মনে হয়: মাটির উপরে কাজ, মাটির ভেতর (অর্থাৎ কবরে) আরাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আজও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজ ব্যক্তিগতভাবে অন্য কোন মুবাল্লিগের চেয়ে বেশি করে থাকেন। এখানে শুধু ঐসকল কাজের উল্লেখ করা হলো, যাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

www.dawateislami.net

মাদানী মুযাকারাঃ মাদানী মুযাকারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক দ্বীনি কাজ আর তা মাদানী চ্যানেলে লাইভ সম্প্রচার করা হয়, এর মধ্যমণি হলেন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, একটি রিপোর্ট অনুযায়ী আমীরে আহলে সুন্নাত ৩১শে জুলাই ২০২২ইং পর্যন্ত প্রায় ২০৬৮টি মাদানী মুযাকারায় হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কোন মুযাকারায় ২ ঘন্টা অংশগ্রহণ করেছেন তো কোনটাতে ৪ ঘন্টা আর কোনটিতে ৮ ঘন্টাও অংশগ্রহণ করেছেন, এভারেজ নির্নয় করা হলে তবে ৫০০০ এরও বেশি ঘন্টা হয়। প্রথম প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত মাদানী মুযাকারা **"মলফুযাতে আত্তার"** নামেও হতো, তা উল্লেখিত সময়ের অতিরিক্ত। এমনিতে তো শনিবার রাতে মাদানী মুযাকারার শিডিউল হয়ে থাকে কিন্তু বিশেষ সময়ে প্রতিদিনও মাদানী মুযাকারা হয়ে থাকে, যেমন; ১লা থেকে ১১ই মুহাররামুল হারাম, ১লা থেকে ১৩ই রবিউল আউয়াল, ১লা থেকে ১২ই রবিউল আখির, ১লা থেকে ৬ই রজবুল মুরাজ্জব, ১লা থেকে ৩০শে রমযানুল মুবারক প্রতিদিন দু'টি মাদানী মুযাকারা, ১লা থেকে ১০শে যিলহিজ্জাতুল হারাম, ১৪ই আগষ্ট, এছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীনের ওরশ বা বিলাদত উপলক্ষেও মাদানী মুযাকারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাঠকের প্রতি আমার পরামর্শ যে, আপনারাও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন আর ইলমে দ্বীনের মুক্তা এবং প্রজ্ঞার ফুল সংগ্রহ করে নিজের জীবনকে সুবাসিত করুন।

www.dawateislami.net

বয়ানঃ আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সত্যিকার আশিকের মুখে ঐ প্রভাব দান করেছেন যে, তার কথা ও বয়ান শুনে লাখো যুবক এবং বৃদ্ধ তাওবা করে নেকী অর্জন করা শুরু করে দিয়েছে আর এমন এমন মানুষ তাওবা করেছে, যাদেরকে বাবার লাথি আর জেলখানার বন্দিদশা সংশোধন করতে পারেনি। তিনি জীবনের প্রথম বয়ান কয়েকজন মানুষের সামনে করেছেন, অতঃপর তা বৃদ্ধি পেতে পেতে ঐ সময়ও এসেছে যে, তিনি লাখো মানুষের সমাবেশেও বয়ান করেন, যখন তাঁর বয়ান হতো তখন নিরবতা বিরাজ করতো আর সৌভাগ্যবানরা মনোযোগ সহকারে তাঁর বয়ান শুনতো। তাঁর বয়ানের ফয়েযকে প্রসার করার জন্য প্রথমে অডিও ক্যাসেটের সহায়তা নেয়া হলো, যখন মানুষের কানে এই ক্যাসেটের আওয়াজ পৌঁছতো তখন তাঁর বয়ানের ধরনে, একনিষ্ঠতায় এমনভাবে গ্রেফতার হলো যে, আর মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো না, তিনি যিম্মাদারসহ ইসলামী ভাইদের এক বড় অংশ পেলেন যারা এই ক্যাসেট বয়ান শুনেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই আর্টিকেল লিখক নিজেও **"কবরের প্রথম রাত"** ক্যাসেট বয়ান শুনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে রীতিমতো সম্পৃক্ত হয়েছিলো। এই ক্যাসেট বয়ান ইসলামী ভাইয়েরা ব্যক্তিগতভাবেও শুনতো আবার ক্যাসেট ইজতিমায় সকলে একত্রে বসেও শুনতো। আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন বিষয়ে বয়ানের ৯১১টিরও বেশি ক্যাসেট প্রকাশ হলো। এরপর ভিডিও বয়ান শুরু হলো, অতঃপর মাদানী চ্যানেল শুরু হলো, এখনো তিনি মাঝে

www.dawateislami.net

মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমা ইত্যাদিদে বিশেষ বয়ান করে থাকেন, যা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে সম্প্রচার করা হয়।

কিতাব ও পুস্তিকাঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৫শে সফরুল মুযাফফর ১৩৩৯ হিঃ/ ৩১শে মার্চ ১৯৭৩ সালে তাঁর আইডল সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনির উপর প্রথম পুস্তিকা **"ইমাম আহমদ রযার জীবনি"** লিখেন, অতঃপর লিখনীর এই কাজ এমনভাবে শুরু হলো যে, আজও অব্যাহত রয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরই মধ্যে **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর মতো মহান কিতাবও লিখেছেন, যা সর্বসাধারণের নিকট খুবই জনপ্রিয় হয়েছে, অতঃপর এতে সংযোজন ও বিয়োজন হওয়া শুরু হলো, ফয়যানে بِسْمِ الله, খাবারের আদব, পেটের কুফ্লে মদীনা, ফয়যানে রমযান, গীবতকে তাবাকারিয়াঁ, নেকীর দাওয়াত, ফয়যানে নামাযের মতো মোটা ও পরিপূর্ণ কিতাব আকারে এসে গেছে, তিনি গুনাহ থেকে দূরে এবং নেকীর নিকটবর্তী হওয়ার উৎসাহ সম্বলিত পুস্তিকা লিখেছেন, বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনি সম্বলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাও তাঁর লিখনী খেদমতের অংশ, দ্বীনি কাব্যের গ্রন্থ ওয়াসায়িলে বখশীশ এবং অপরটি ওয়াসায়িলে ফেরদৌস নামে প্রকাশ হয়েছে, এখন পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ১৪২টি কিতাব ও পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১৩৩৭১। লিখনীর ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কীত ব্যক্তিরা জানে যে, লিখনীর কাজ কত সময় নিয়ে থাকে, কতটুকু শক্তি ক্ষয় হয় এবং কিরূপ মনোযোগ চায়! তাঁর লেখনীর দক্ষতা ও মানদন্ড দেখে এমন

www.dawateislami.net

মনে হয় যে, লিখক হয়তো লিখা ব্যতীত আর কোন কাজই করে না, কিন্তু **আল্লাহ পাক** আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে বদনযর থেকে বাঁচান, লেখনীর কাজ ব্যতীতও তিনি বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতে সময় দিয়ে থাকেন।

আত্তারে বার্তা: অসুস্থদের প্রতি সমবেদনা, দুঃখীদের সমবেদনা এবং খুশির সময় মুবারকবাদ ও দোয়া দেয়া, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর অভ্যাস ছিলো। প্রবল ব্যস্ততার পরও আজও তাঁর এই অভ্যাস সরাসরি এবং অডিও, ভিডিও বার্তার মাধ্যমের অব্যাহত রয়েছে, যার জন্য প্রায় প্রতিদিনই রেকডিং হয়ে থাকে, এই বার্তা কত ব্যাপক আকারে প্রেরণ করা হয় তা শুধু ৬ মাসের রিপোর্ট দেখুন, যেমনটি **"আত্তারের বার্তা"** বিভাগের মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ৬ মাসে (জানুয়ারী ২০২২ইং থেকে জুন ২০২২ইং) প্রায় ১২ হাজার ২ শত পঁচানব্বইটি বার্তা প্রেরিত হয়েছে।

মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যও সময় দিয়ে থাকেন, যেমন; কোভিট ১৯ এর দিনগুলোতে হওয়া **"দিলো কি রাহাত"** এর প্রায় ৫৪টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন। আর **"মাযি কি ইয়াদেঁ"** অনুষ্ঠানের ৭টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহার সময় ঈদ ট্রান্সমিশনের পাশাপাশি টেলিথোনেও অংশগ্রহণ করে থাকেন।

www.dawateislami.net

ফেইসবুক পেইজঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফেইসবুক পেইজের ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ।

তিনি এর জন্য সময় দেন আর মাঝে মাঝে নিজের ফেইসবুক পেইজ (www.facebook.com/IlyasQadriZiaee) এ লাইভও হন।

জনকল্যাণ মূলক কাজে অংশগ্রহণঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা **FGRF** এর অধিনে হওয়া জনকল্যাণ মূলক কাজে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) এবং পরোক্ষভাবে (indirectly)ও অংশগ্রহণ করে থাকেন, তিনি যে সকল জনকল্যাণ মূলক কাজে উৎসাহ দিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি হলো: থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্য রক্তদান, করোনা মহামারিতে দেশ বিদেশে সাহায্য, ইন্তিকাল হওয়াদের কাফন ও দাফন, বৃক্ষরোপন, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে আর্থিক এবং চিকিৎসা সহায়তা, খাবার বিতরন এবং **FGRF** দস্তারখানা, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (Rehabilitation Center), মাদানী ক্লিনিক ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ অবশেষে এতটুকুই বলবো: مَاحَرَّرْتُ فِي شَانِهٖ قَلِيْلٌ عَمَّا هُوَ فِي ذَاتِهٖ অর্থাৎ যা কিছু আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে লিখেছি, তা অনেক কম যা তাঁর পবিত্র সত্তায় রয়েছে। اَللّٰهُمَّ زِدْفَزِدْ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আরো বরকত দান করো) আমিন।

www.dawateislami.net

মসজিদ আবাদ করার ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ইসলামীর ভূমিকা

মাওলানা বিলাল হুসাইন আত্তারী মাদানী*

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায় হিজরতের সময় ইসলামের সর্বপ্রথম যেই মসজিদ নির্মাণ করেছেন তা মসজিদে কুবা নামে পরিচিত, মসজিদে কুবা থেকে শুরু হওয়া এই ধারাবাহিকতা ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে বৃদ্ধি হতে থাকে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ সারা পৃথিবীতে লাখো লাখ মসজিদ রয়েছে। স্বয়ং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনগণ মসজিদ নির্মাণে প্রবলভাবে অংশ নেন। বুযুর্গানে দ্বীনের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে মসজিদের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছে, মসজিদ নির্মাণে এই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

মসজিদে নির্মাণের উদ্দেশ্যঃ মনে রাখবেন, মসজিদ শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য নয় বরং আরো অনেক দ্বীনি আমল রয়েছে, যা মুসলমানকে মসজিদেই সম্পন্ন করে মসজিদকে আবাদ করার কাজে নিজেদের ভূমিকা আদায় করা উচিৎ। সেই আমলগুলো অর্থাৎ মসজিদে অবস্থান করার উদ্দেশ্য কি? নামায ব্যতীত আর কি কাজ রয়েছে, যা মসজিদে করা হবে? এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে মসজিদে নববীতে সংগঠিত কার্যক্রম মুসলিম উম্মাহর জন্য আইডেল

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত, বিভাগ যিম্মাদার মাসিক ফয়যানে মদীনা।

www.dawateislami.net

স্বরূপ: ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই আসহাফে সুফফাকে প্রশিক্ষণ দিতেন, যা কিনা ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রও। ✯ মসজিদে নববীতে ইলমে দ্বীনের আলোচনা হতো। ✯ সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কবিতা পাঠ করতেন। ✯ এছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজও মসজিদে নববীতে সম্পাদন করা হতো, যার মধ্যে হলো আদালতের রায়, গোত্রের সর্দারদের আসা যাওয়া, সামাজিক সমস্যার সমাধান, লড়াইয়ের প্রস্তুতি, গণিমতের মাল বন্টন, মদীনার পরিস্থিতির ব্যাপারে পরামর্শ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه পুরো পৃথিবীকে মসজিদ দ্বারা সজ্জিতকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী** ঐ সকল মসজিদ আবাদ করার কাজে বড় ভূমিকা রাখছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ عُمَّارَ بُيُوتِ اللهِ هُمْ اَهْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ঘরকে আবাদকারীরাই হলো (প্রকৃত) **আল্লাহ** ওয়ালা। **(মু'জামু আওসাত, ২/৫৮, হাদীস ২৫০২)**

মসজিদ আবাদ করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে কৃত কয়েকটি প্রচেষ্টাকে এই আর্টিকেলের অংশ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অবলোকন করুন!

দারুস সুন্নাহ: মসজিদকে ২৪ ঘন্টা আবাদ রাখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনস্থ মাদানী মারকাযে দারুস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে ২৪ ঘন্টা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ উপস্থিত থাকেন, যারা কিনা আগত ইসলামী ভাইদের প্রয়োজন

www.dawateislami.net

অনুযায়ী বিধানাবলী ও ফরযসমূহ শিখানো হয়, বিভিন্ন কোর্স করানো হয় এবং মাদানী কাফেলায় সফর করানো হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের (বড়দের) মাদরাসাতুল মদীনাঃ যারা বাল্যকালে কুরআনে পাকের শিক্ষা বা বিশুদ্ধ শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি, স্বভাবতই বড় হওয়ার পর তারা মাদরাসায় ভর্তি হওয়া বা তাদেরকে মাদরাসায় ভর্তি নেয়া একটি বুঝে না আসার মতোই কাজ! তবে এরূপ লোকদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সুবিধা প্রদান করছে, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনাও সাধারণত মসজিদেই বসানো হয়ে থাকে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক (বড়) লোকেরা তাজবীদ সহকারে কুরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করে থাকে।

দরস ও বয়ানঃ অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের পর তাফসীর শুনা শুনানোর আসর বসানো হয়ে থাকে, যাতে সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাফসীর খাযায়িনুল ইরফান বা শায়খুল হাদীস ও তাফাসির মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِ এর লিখিত তাফসীর সীরাতুল জিনান থেকে কুরআনের দরস দেয়া হয় আর এক বা একাধিক নামাযের পর ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে নামায, নেকীর দাওয়াত ইত্যাদি যেকোন কিতাব থেকে দরস দেয়া হয়।

বড় রাতের ইজতিমা, ইতিকাফ ও ইবাদতঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ, শবে বরাত এবং

www.dawateislami.net

শবে মেরাজ ইত্যাদিতে মসজিদে ইজতিমার আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাতে দরস ও বয়ানের পাশাপাশি বিভিন্ন ইবাদতও হয়ে থাকে এবং সারারাত নফলী ইতিকাফও করা হয়ে থাকে।

ইজতিমাঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে দেশে ও বিদেশে প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর (অনেক জায়গায় মাগরীবের নামাযের পর) বিভিন্ন মসজিদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা চমৎকার ইজতিমার আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ বয়ানসহ যিকির ও নাত, সম্মিলিত দোয়া এবং সারারাত ইতিকাফও করা হয়ে থাকে।

মাদানী মুযাকারাঃ প্রতি শনিবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ইশার নামাযের পর মাদানী মুযাকারা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে আশিকানে রাসূল আকীদা, ইবাদত এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপে সম্মুখীন হওয়া শরয়ী মাসআলা আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সমাধান করিয়ে থাকে, তাছাড়া সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ছাড়াও বিশেষ ইভেন্টেও মাদানী মুযাকারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মাদানী কাফেলাঃ দেশ ও বিদেশের মানুষের নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং ইলমে দ্বীন পৌঁছানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা (যেমন; ৩দিন/ ১২দিন/ ১মাস/ ১২ মাস) সম্বলিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় **আল্লাহ**র পথে সফর করতে

www.dawateislami.net

থাকে, কাফেলায় অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত মসজিদেই অবস্থান করে থাকে এবং শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মসজিদের সৌন্দর্য বহাল রাখে। দরস ও বয়ান, ফরয ও সুন্নাতের শিক্ষা এবং নামাযের প্রাক্টিক্যালসহ অন্যান্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রম মাদানী কাফেলার সৌন্দর্য হয়ে থাকে।

মাদানী মাশওয়ারা: দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে হওয়ার দ্বীনি কাজকে উন্নতি দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিম্মাদারগণ বিভিন্ন সময়ে মিটিং করে থাকে, এই মিটিংও সাধারণত মসজিদেই আয়োজন করা হয়, যাতে দ্বীনি কাজের নিরীক্ষণ, যিম্মাদারদের বিভিন্ন বিভাগে পরিবর্তন ও নিয়োগ, কাজকে আরো সুন্দরভাবে চালানোর জন্য পরামর্শ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: এছাড়াও আশিকানে রাসূল মসজিদে বিভিন্ন নফল যেমন; ইশরাক, চাশত, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, সালাতুত তাওবার নামায আদায় করে থাকে, বিভিন্ন স্থানে সাহরী ইজতিমার আয়োজন করে মসজিদের সৌন্দর্য ও আবাদ করার উপলক্ষ্য করে থাকে।

www.dawateislami.net

সর্বসাধারণের শরয়ী নির্দেশনা ও দা'ওয়াতে ইসলামী

Shariah guidance of the people and Dawat-e-islami

মাওলানা সৈয়দ বাহরাম আত্তারী মাদানী*

জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করোঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: ﴿فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (পারা ১৭, আল আম্বিয়া, আয়াত ৭) এই আয়াতে অজ্ঞদেরকে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, কেননা অজ্ঞদের জন্য জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই আর অজ্ঞতা রোগের এটাই চিকিৎসা যে, আলিমকে প্রশ্ন করা এবং তার নির্দেশের উপর আমল করা আর যে নিজের এই রোগের চিকিৎসা করায় না, সে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে। (সীরাতুল জিনান, ৬/২৮৭)

জ্ঞানের চাবিঃ হযরত আলিউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত: ইলম তথা জ্ঞান হলো ধনভান্ডার আর প্রশ্ন হলো এর চাবি, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর দয়া করুন, প্রশ্ন করো কেননা প্রশ্ন করা অবস্থায় চারজনকে সাওয়াব দেয়া হয়: (১) প্রশ্নকারীকে (২) উত্তর প্রদানকারীকে (৩) শ্রবনকারীকে এবং (৪) তার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীকে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২/৮০, হাদীস ৪০১১)

---

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী, মাদানী মুযাকারা, আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগের যিম্মাদার।

www.dawateislami.net

শরয়ী নির্দেশনা প্রদানের ফযীলত: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত রাবিই رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন: কোন ব্যক্তিকে নামাযের মাসআলা বলা সমগ্র বিশ্বের সকল সম্পদ সদকা করার চেয়ে উত্তম এবং কারো দ্বীনি বিভ্রান্তি দূর করে দেয়া ১০০টি হজ্জের চেয়ে উত্তম। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ওলামার পদমর্যাদা: শরয়ী নির্দেশনা দেয়ার অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের এই পদমর্যাদা অর্জন করে নেয়ার অনুমতি নেই, তাই আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদ ও ভক্তদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহ দিতে থাকেন যে, প্রতিটি ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম থেকে শরয়ী নির্দেশনা নিন, শরয়ী নির্দেশনা ব্যতীত একটি কদমও সামনে বাড়াবেন না।

মাদানী মুযাকারা: اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনার জন্য যেখানে অসংখ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি উম্মতে মুসলিমার শরয়ী নির্দেশনার জন্যও বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**, যাতে অসংখ্য ইসলামী ভাই বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে যেমন; আকীদা ও আমল, ফযীলত ও মর্যাদা, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী তথ্যাবলী, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয়াবলী সম্পর্কীত প্রশ্নাবলী করে থাকে আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করে উত্তর দিয়ে থাকেন।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্রঃ তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার শুরু থেকে শরয়ী মাসআলার প্রতি আকর্ষণ ছিলো, এই আকর্ষণের কারণেই মুফতীয়ে আযম মুফতী ওয়ারুদ্দীন কাদেরী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আমার আসা যাওয়া লেগে থাকতো, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরুর পূর্বে বাহারে শরীয়াতের দরস দিতাম এবং মানুষেরা যে প্রশ্ন করতো তার উত্তরও দিতাম। এভাবে এই ধারাবাহিকতা **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরুর পূর্বে থেকেই চলে আসছে, অতঃপর যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরু হয় এতেও এই ধারাবাহিকতা চলতে লাগলো, তবে পূর্বে এর কোন নাম ছিলো না, **"মাদানী মুযাকারা"** নামটি অনেক পরে দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** এটিকে কবুল করুক এবং আমাকে ভূলত্রুটি থেকে সুরক্ষিত রাখুক, আমার যথাসম্ভব চেষ্টা হয়ে থাকে যে, আমি এই কাজটি যেনো ওলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে করি, যাতে ভূল হয়ে গেলে তবে তাঁদের কাছ থেকে সংশোধন করা যায়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২২৫ পর্ব, ১২ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী মুযাকারার এই ধারাবাহিকতা এখনো চালু রয়েছে আর এর পর্ব সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই মাদানী মুযাকারাকে **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** নামে লিখিত আকারেও সম্পাদন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** এর সাতটি খন্ডের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে, যার মধ্যে দুই খন্ড ছাপিয়ে জনসাধারণের মাঝে এসে গেছে আর অবশিষ্ট পাঁচ খন্ড ছাপানোর পর্যায়ে রয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র এর সাতটি খন্ড ৩৭৪২ পৃষ্ঠা সম্বলিত, যাতে

www.dawateislami.net

প্রায় ৪৮০৫টি প্রশ্ন আর এর উত্তর রয়েছে এবং আরো কয়েকটি খন্ডের কাজও লক্ষ্যে রয়েছে।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতঃ দা'ওয়াতে ইসলামী জনসাধারণের শরয়ী নির্দেশনার জন্য সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"**ও প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে মুফতীয়ানে কিরাম লিখিত, মৌখিক, ফোন এবং অন্যান্য মাধ্যমে মুসলমানের শরয়ী নির্দেশনা দেয়াতে ব্যস্ত রয়েছে। এখন পর্যন্ত মাসিক প্রায় সাড়ে সাত'শ এরও বেশি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে প্রদান করা হয় আর এখন পর্যন্ত দেড় লাখেরও বেশি লিখিত ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। এই ই-মেইল এডরেচ (darulifta@dawateislami.net) এর মাধ্যমে মাসে কমপক্ষে ২ হাজার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। ফোনের মাধ্যমে ইউকে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানকে মাসে কমপক্ষে চার হাজারেরও বেশি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। প্রতিমাসে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতে আগত প্রশ্নকারীকে সরাসরি প্রদান করা মৌখিক উত্তরের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অফিসিয়াল পেইজ এবং মাদানী চ্যানেলের পেইজেও মুফতীয়ানে কিরাম লাইভের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও জনসাধারণের প্রয়োজনিয়তার প্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কিতাব ও পুস্তিকা যেমন; "সংক্ষিপ্ত ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, আহকামে যাকাত, হজ্জের ২৭টি ওয়াজিব ও বিস্তারিত আহকাম, নামাযে

www.dawateislami.net

লুকমার মাসআলা, ভেলেন্টাই ডে (কুরআন ও হাদীসের আলোকে), চেয়ারে নামায পড়ার আহকাম" ইস্যুও করা হয়ে থাকে।

তাহকীকাতে শরীয়া মজলিশ ও শরীয়া এডভাইজারি বোর্ড (ইফতা মাকতাব)

দা'ওয়াতে ইসলামী সর্বসাধারণের সম্মুখীন হওয়া নিত্য নতুন মাসআলার সমাধানের জন্য "তাহকীকাতে শরীয়া মজলিশ" আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল কাজকে শরয়ী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার জন্য শরীয়া এডভাইজারী বোর্ড (ইফতা মাকতাব)ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বড় বড় ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে এজাম এর সমন্বয়ে গঠিত। **আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই প্রচেষ্টাকে তাঁর দরবারে কবুল করে আরো উন্নতি দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উস্তাযুল উলামা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহিম কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ

আল্লাহ পাক হযরত আমীরে আহলে সুন্নাতের মঙ্গল করুন, যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী** নামে এমন দ্বীনি সংশোধনমূলক জামাআত প্রতিষ্ঠা করেন, যা বদ মাযহাবিয়্যতের বন্যার সামনে বাঁধা স্বরূপ। যার সাথে হাজারো লোক সম্পৃক্ত হয়ে নিজের জীবনকে শরীয়াতের অনুসরনে অতিবাহিত করে অন্তরকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় পূর্ণ করে নিজের বক্ষকে মদীনা বানিয়ে দিয়েছে।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর শিক্ষামূলক খেদমত

Educational Services of Dawat-e-islami

মাওলানা আবুন নুর রাশেদ আলী আত্তারী মাদানী*

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে মুরশিদের শহরের এলাকা খারাদার থেকে শুরু হওয়া সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** এর বয়সের ৪২তম বছরে পৃথিবীর ২০০টিরও বেশি দেশে পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র ৪১ বছর সময়ে প্রায় সারা দুনিয়ায় নিজের প্রভাব রেখে আসা **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সহকারী ও অনুসরনকারীদের পরিশ্রম ও একনিষ্টতার প্রতিফল।

বিগত ৪১ বছরে **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানে আশিকানে রাসূলের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসার করেছে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে, অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে এবং অধিক সংখ্যককে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছে, যুবকদের নামাযী এবং সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী বানানোর পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের ভালবাসায় আবদ্ধ করে আউলিয়ায়ে কিরামের আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তেমনিভাবে অনেক বড়

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী, মাসিক ফয়যানে মদীনার সহকারী প্রধান।

www.dawateislami.net

একটি পদক্ষেপ এটাও গ্রহণ করেছে যে, অসংখ্য প্লাটফর্মে "ইলমে দ্বীনের শিক্ষা"কে প্রসার করেছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করা এবং বেআমলির পঙ্কিলতা নির্মূল করতে শিক্ষা ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের খেদমত প্রদান করে। প্রত্যেক বয়ষের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানার্জনের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

শিশুদের পবিত্র কিতাব কুরআনে করীমের শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সর্বপ্রথম মাদরাসাতুল মদীনা **১১**ই রবিউল আখির **১৪১১** হিঃ, ৮ই সেপ্টেম্বর **১৯৯০** সালে মুরশিদের শহরের শো মার্কেটে প্রতিষ্ঠা হয় এবং আজ **আল্লাহ পাকের** দয়ায় সারা পৃথিবীতে ছোট্ট ছেলে ও মেয়েদের ৫ হাজার ৯শত ৪৭টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ২ লাখ ৬২ হাজার **১**শত বার জনেরও বেশি ছোট্ট ছেলে ও মেয়ে কুরআনে করীমের শিক্ষা ফ্রি অর্জন করছে। আর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত নাযেরা ও হিফযের শিক্ষা অর্জনকারী শিশুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯শত চল্লিশ জনেরও বেশি।

ইলমে দ্বীন শুধু এই নয় যে, কুরআনে করীম নাযেরা পাঠ করে নিলো, হিফয করে নিলো বরং কুরআনে করীম পাঠ করা শিখার পর বুঝা ও এর শাব্দিক ও অর্ন্তনিহিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কীত জ্ঞানার্জনও ইলমে দ্বীন বরং এটাই হলো সত্যিকার ইলমে দ্বীন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ক্ষেত্রেও পূর্ণ মনোযোগ

www.dawateislami.net

দিয়েছে, যেমনটি ইলমে দ্বীনের মহান দৌলত দরসে নিজামীর আকারে প্রদান করার জন্য সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে মুরশিদের শহরের গোদরা কলোনীতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুল মদীনা থেকেই জামেয়াতুল মদীনা শুরু করা হয়। কয়েকজন ছাত্র আর একজন ওস্তাদ সাহেব দ্বারা শুরু হওয়া এই জামেয়াতুল মদীনা আজ অনেক বড় শিক্ষার নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে। যার অধিনে শুধু দরসে নিজামীই নয় বরং আধুনিক ধারায় অনেক ধরনের শিক্ষা বিভাগ অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে হাদীস, ফিকাহ এবং বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের তাখাচ্চুচ সময় তালিকার সর্বাগ্রে রয়েছে, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া জামেয়াতুল মদীনার আজ সারা পৃথিবীতে ১২৪৭ টি ব্রাঞ্চ রয়েছে, যার মধ্যে ৯৬ হাজার ৯শত একুশ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনি উন্নত ইলমে দ্বীন অর্জন করছে আর এখন পর্যন্ত ২৪১টি স্থানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনির দাওরায়ে হাদীস শরীফ এবং ১১টি স্থানে তাখাচ্চুচ চালু রয়েছে। জামেয়াতুল মদীনার পরিপূর্ণ শিক্ষামূলক খেদমত ও বিস্তারিত জানার জন্য **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** এর বিশেষ সংখ্যা **"ফয়যানে ইলম ও আমল"** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন।

মেয়েরা ঘরের সম্মান, সমাজ সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং বংশের প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে থাকে। এটা বাড়িয়ে বলা নয় যে, একজন মেয়ের প্রশিক্ষণ মানে সম্পূর্ণ বংশের প্রশিক্ষণ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে মহিলা ও কন্যাদের বিশুদ্ধ ইসলামী প্রশিক্ষণের জন্য অসংখ্য পদক্ষেপ

www.dawateislami.net

নিয়েছে, তেমনি তাদের শিক্ষার জন্যও অনেক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিমা কোর্স ছাড়াও সংক্ষিপ্ত সময়ের বিভিন্ন শিক্ষনীয় কোর্সও চালু করা হয়েছে, যাতে ফয়যানে শরীয়াত কোর্স অনেক পরিচিত, গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ।

জামেয়াতুল মদীনা থেকে দরসে নিজামী এবং ফয়যানে শরীয়াত কোর্স সম্পন্নকারী ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৬ হাজার ১শত সতের জনেরও বেশি।

মানুষ চায় যে, আমার সন্তান ইলমে দ্বীনও অর্জন করুক এবং দুনিয়াবী শিক্ষায়ও অগ্রগামী থাকুক কিন্তু এমন পরিবেশ এবং পরিস্থিতি নেই, এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার দাবী করে থাকে কিন্তু এর মধ্যে অধিকাংশই দুনিয়াবী শিক্ষা হয়ে থাকে আর পাঠ্যক্রমে অনেক সময় এমন বিষয়বস্তুও অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে, যা ইসলামী আকীদারও বিরোধী হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** এরও রীতিমতো সুসংগঠিত ও সুন্দর সমাধান বের করেছে, যার নাম দেয়া হয়েছে দারুল মদীনা এডুকেশন সিস্টেম এবং ফয়যানে ইসলামিক স্কুল সিস্টেম। এখন পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ১৮৫টি ব্রাঞ্চে ৩৮ হাজারের বেশি শিশু শিক্ষা অর্জন করছে।

পৃথিবী যদিও অনেক বড় কিন্তু ইন্টারনেট এবং আধুনিক প্রযুক্তি একে একটি গ্রামের মতো বানিয়ে দিয়েছে, যাকে গ্লোবাল ভিলেজ বলা হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই প্রযুক্তিকে দ্বীনি শিক্ষার জন্য ব্যবহার করেছে এবং পুরো পৃথিবীর মুসলমানকে মানসম্মত

www.dawateislami.net

দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের জন্য ফয়যানে অনলাইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছে। অনলাইন প্লাটফর্মে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ৪৫টি ব্রাঞ্চ এবং ৩২টি শিক্ষনীয় কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন শিখানোতে ব্যস্ত রয়েছে।

আমাদের সমাজে একটি ভাবনা প্রচলন হয়ে গেছে যে, হয়তো রীতিমতো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করা শিশুদেরই কাজ, অথচ দ্বীন ইসলাম তো সকল বয়সের মানুষকে জ্ঞানার্জনের শিক্ষা দেয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই সমাজের ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রেখে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেও দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, যেমনটি; ঐ ব্যক্তি যে বয়স্ক বা দুনিয়াবী অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে রীতিমতো প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় জ্ঞানার্জন করতে পারে না, তাকে কুরআনে পাকের নাযেরা এবং ফরয উলুম অর্জনের জন্য মসজিদে মসজিদে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা আর অসংখ্য স্থানে ঘরে ও মাদরাসায় বয়স্ক মহিলাদের জন্য মাদরাসা শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে اَلْحَمْدُ لِلّٰه পুরো পৃথিবীতে পুরুষদের জন্য ৪৫ হাজার ২শত ৩২টি আর মহিলাদের জন্য ১০ হাজার ৮শত ৪৫টিরও বেশি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই মাদরাসা থেকে এখন পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৩ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত ৫৮জনেরও বেশি পুরুষ ও মহিলাকে কুরআনে পাকের নাযেরা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

মাদরাসা ও জামেয়া ছাড়াও اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের আরো অনেক মাধ্যম তৈরী করেছে, যার মধ্যে ফজরের নামাযের পর তাফসীরের আসরে কুরআনে পাকের অনুবাদ

www.dawateislami.net

ও তাফসীর, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর দোয়া ও সুন্নাত শিখানোর আসর, মাদানী কাফেলায় নামায ও দোয়া ইত্যাদি শিখানোর ধারাবাহিকতা, মাদানী চ্যানেলে অসংখ্য শিক্ষা ও শিখানোর প্রোগ্রাম, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের আলোকে মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে জ্ঞানের নিত্যনতুন বয়ান ও আরো অনেকভাবে শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

এসব কিছু ব্যতীত উম্মতের সম্মুখীন হওয়ার মাসআলার নির্দেশনার জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, জ্ঞান ও গবেষণা লব্ধ দ্বীনি কিতাবাদী পৌঁছানোর জন্য আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিচার্স সেন্টার), সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করার জন্য মাসিক ফয়যানে মদীনা ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র রাতদিন, ইন্টারনেটের দুনিয়ায় ইলমে দ্বীন প্রসারের জন্য ৪১টিরও বেশি ওয়েব সাইট এবং স্যোশাল মিডিয়া পেইজও বানানো হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর এরূপ প্রশস্ত শিক্ষা নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় বিশেষশত্ব হলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রতিটি পর্যায়ে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু এবং পুরুষ ও মহিলার জন্য সকল ব্যবস্থা আলাদা আলাদা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক বা ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মাহফিল হোক বা ইজতিমা সমূহ, সকল পর্যায়েই শরীয়াতের অনুসরন এবং পর্দার শরয়ী ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাময়
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যায়

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী ও বৈশ্বিক শান্তি

Dawat-e-islami and Global Peace

মাওলানা মুহাম্মদ সফদর আলী আত্তারী মাদানী*

শান্তি বর্তমান সময়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাঃ বর্তমানে সামগ্রিকভাবে পুরো পৃথিবীতে অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে, প্রতিটি দেশ নিরাপত্তা ও শান্তি চাইছে এবং নিজেদের সকল প্রকার শক্তি শান্তির অন্বেষণে ব্যয় করছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে, সৈন্যবাহিনী ও জোট বানানো হচ্ছে, আইন ও পলিসী প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে পুরো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু এরপরও অশান্তি এখনো পুরো পৃথিবীর সমস্যা। শান্তি পৃথিবীর সব সমাজ ও সকল পর্যায়ের জন্য জরুরী, তা ছাড়া উন্নতি ও সমৃদ্ধি একটি স্বপ্ন হয়ে রয়ে যাবে বরং এটা না হয় তবে জাতি ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছে যায়। শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এটা একটি বিস্তারিত বিষয় কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে হলো যে, শান্তি সমাজে ভালো কাজের উন্নতি ও খারাপ কাজে নির্মূলে এসে থাকে, একটি শান্তিময় সমাজ তখনই প্রতিষ্ঠা হতে পারে, যখন সমাজের মানুষের মাঝে ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার কালচার প্রসার হয়ে যাবে।

ইসলাম ও শান্তিময় সমাজঃ যদি বাস্তবতার নিরিখে দেখা হয় তবে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার

* আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া।

www.dawateislami.net

জন্য যেই ভূমিকা দ্বীনে ইসলাম আদায় করেছে, তার উদাহরন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইসলাম ভালো কাজের উন্নতি ও খারাপ কাজের নির্মূলের জন্য শুধু সম্মিলিত ও দেশীয় পর্যায়ের আইন দেয়নি বরং ব্যক্তিগত পর্যায়েও মানুষকে উত্তম প্রশিক্ষণ এবং তাকে সমাজের উত্তম ব্যক্তি বানানোর জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা প্রদান করেছে। ইসলাম এক দিকে মানুষের হকসমূহ পদদলিত করার অভ্যস্ত অপরাধীর জন্য শাস্তি নির্ধারন করেছে, মানুষের প্রাণ ও সম্পদ এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী আইন দিয়েছে, ন্যায় বিচারের অনন্য ও উদাহরনীয় ব্যবস্থা প্রদান করেছে, অপরদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাজের সকলকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, সে যেনো অপরের হকের প্রতি খেয়াল রাখে, এমনকি ইসলাম অমুসলিম প্রতিবেশিরও হক বর্ণনা করেছে। মোটকথা ইসলামী শিক্ষা সমাজে অবস্থানকারী প্রতিটি মানুষকে একজন উত্তম মানুষ বানিয়ে থাকে এবং তাকে এটাও শিখায় যে, সে যেনো তার আশেপাশে থাকা মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের হকের প্রতি খেয়াল রাখে।

প্রশান্তিময় সমাজ ও দা'ওয়াতে ইসলামী: ইসলামী বিশ্বের অনেক বড় সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** ইসলামের এই আলোকীত শিক্ষা অনুযায়ী সমাজে ভালো কাজের উন্নতি ও মানুষের মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের উত্তম ব্যক্তি বানানোর জন্য পুরো পৃথিবীতে কাজ করছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** এখন পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে সঠিক পথে আনা এবং তাদেরকে

www.dawateislami.net

উত্তম মানুষ বানানোর কাজ করেছে, যাদেরকে পূর্বে সমাজের নিকৃষ্টতম মানুষ মনে করা হতো, তাছাড়া বৈশ্বিক শান্তিকে বিনষ্টকারী এমন অপরাধী যারা বিভিন্ন জেলখানায় সাজা ভোগ করছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** জেলখানায় গিয়ে এরূপ লোকদেরও মানসিকতা বানিয়ে থাকে, যাতে তারা ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ না করে, নেককার মুসলমান ও ভালো মানুষ হয়ে যায়।

বৈশ্বিক শান্তি ও দা'ওয়াতে ইসলামী: ইসলামের একটি খুবই সুন্দর দিক হলো; এর বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বর্ণ ও জাতের মানুষকে "اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ" অর্থাৎ সকল মুসলমান ভাই ভাই। (পারা ২৬, আল হুজরাত, আয়াত ১০) এই সম্পর্কে জুড়ে দিয়েছে, এটা হলো ঐ সম্পর্ক, যা দূরত্ব ও সীমানার পরও একে অপরকে নৈকট্যশীল করে দিয়েছে, এতে প্রকাশ হয় যে, ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম, এটি দূরত্ব দূর করে মানুষকে জুড়ে দেয়, ঘৃণা দূর করে ভালবাসা বন্টন করে। ইসলামের এই স্বভাব অনুযায়ী **দা'ওয়াতে ইসলামী** পুরো পৃথিবীতে ইসলামী শিক্ষা প্রসার করা, ঘৃণা দূর করা এবং শান্তি ও ভালবাসার বার্তা প্রসার করাতে ব্যস্ত রয়েছে, যেহেতু শান্তি অপরাধ নির্মূল এবং ভালো কাজের উন্নতি দ্বারাই সম্ভব, সেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজের সংশোধনের মিশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বড় ভূমিকা পালন করছে, এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই ধরন এবং ভালবাসার বার্তায় প্রভাবিত হয়ে অনেক অমুসলিমও ইসলাম কবুল করছে। আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ

www.dawateislami.net

থেকে প্রদত্ত **"নেক আমল"** নামক পুস্তিকাও এরই ধারাবাহিকতার একটি অংশ, যার মাধ্যমে সমাজে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক কাজ করার প্রেরণা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এভাবে সমাজে একটি ইতিবাচক (Positive) পরিবর্তন আসছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী হলো শান্তিপূর্ণ সংগঠনঃ ইসলাম মানুষের হকের সবচেয়ে বড় রক্ষক, এই কারণেই যে, এই দ্বীনে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে, একজন সত্যিকার মুসলমানের এই চেষ্টা থাকে যে, তার সত্তা দ্বারা যেনো কোন মানুষের কষ্ট না হয়, এই কারণেই **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিবাদ (Protest), প্রতিবাদ ও বিশৃংখলা থেকে বিরত থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ সমাজের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের প্রতি নিবদ্ধ রাখে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ পুরো পৃথিবী শুনে নাও যে, اِنْ شَآءَ الله **দা'ওয়াতে ইসলামী** না কখনো হরতাল করবে, না প্রতিবাদ করবে, না হাঙ্গামা করবে, না জ্বালাও ঘেরাও করবে, না পাথর উঠাবে, না আগুন লাগাবে, না প্রতিবাদ মিছিল বের করবে আর না সরকার বিরোধী হেরফেরে পড়বে। اِنْ شَآءَ الله তারা আমার পরেও এমন করবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিকট পরিপূর্ণ লোকবল রয়েছে কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিধ্বংসী কাজ ও মারামারিতে লিপ্ত হয়না, আমরা **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী লোক এবং এটা মানসিকতা রাখি যে, ব্যস যেকোন ভাবেই **আল্লাহ পাকের** বান্দারা যেনো আমার মাধ্যমে শান্তি পায়, কষ্ট না পায়।

(মাদানী চ্যানেলের প্রোগ্রাম "দিলো কি রাহাত", ১৯ এপ্রিল ২০২০ইং)

www.dawateislami.net

মহান দা'য়ী ও চিন্তাবিদঃ আমীরে আহেল সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই বাক্য বলছে: তিনি চিন্তাশীল মননের অধিকারী, একজন মহান দা'য়ী। তিনি খুবই সুন্দরভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের শান্তি শিক্ষা দিয়েছেন এবং পাশাপাশি সংগঠনের এই পলিসীও বর্ণনা করে দিয়েছেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী** একটি শান্তিপ্রিয় দল আর এটি তার মিশনকে সর্বদা শান্তপূর্ণভাবে পুরো পৃথিবীতে চালু রাখবে। এমনকি আমীরে আহলে সুন্নাত এটা বলেছেন: যদিও কেউ আমাকে শহীদ করে দেয় তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে আমার হকসমূহ ক্ষমা করে দিলাম। আমার ওয়ারিশদের নিকটও আবেদন: তারা যেনো নিজেদের হক ক্ষমা করে দেয়। (গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ১১২ পৃষ্ঠা) সময় প্রমাণ করেছে যে, একজন মহান দা'য়ী ও নির্দেশক যেভাবে একজন দয়ালূ পিতার ন্যায় নিজের মুরীদ ও সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তেমনিভাবে তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গ্রহণযোগ্যতাকে নক্ষত্র মন্ডলির চূঁড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার ৪১বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এর নেটওয়ার্ক পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেশ ও বিদেশে সর্বত্র শান্তিপূর্ণই ছিলো, এই কারণেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়েছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** একটি অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সংগঠন। এভাবেই ইসলামের শান্তি ও ভালবাসার বার্তা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে সুবাশ ছড়াচ্ছে।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর জনকল্যাণমূলক খেদমত

Welfare services of Dawat-e-islami

মাওলানা ওমর ফায়ায আত্তারী মাদানী*

দ্বীনে ইসলাম হলো প্রকৃতির ধর্ম, এর স্বভাব হলো; মানবতার সম্মান, উপকারীতা প্রদান ও সুবিধা প্রদান করা। ইসলাম অসহায় মানুষ এবং দুঃখী মানবতার সাহায্য ও সমর্থনের প্রতি খুবিই জোর দিয়েছে। মানুষকে মৌলিক ও মানসম্মত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্যের মৌলিক সুবিধাবলী প্রদান, এতিমদের উত্তমভাবে লালনপালন, সমাজের পদদলিত বঞ্চিত শ্রেণীর সহায়তা, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক হকের সুরক্ষা, মানুষের সাথে সদাচরণ এবং খরচ ও খয়রাতের মাধ্যমে তাদের সমর্থন করা মানবতার সেবার তালিকার সর্বাগ্রে রয়েছে। কুরআন ও হাদীস স্পষ্টাক্ষরে সামর্থ্যবান লোকদের দায়িত্ব প্রদান করেছে যে, তারা যেনো সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের দেখাশুনা করে। মুসলমানদের শুধু মানুষের সাথেই সদাচরণ করার জন্য বলা হয়নি বরং পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং পরিবেশ রক্ষার প্রতিও জোর দেয়া হয়েছে।

সমসাময়িক যুগে আশিকানে রাসূলের আন্তর্জাতিক মহান দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতে মুসলিমার শুধু জ্ঞান ও চিন্তাচেতনার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করছে না বরং সমাজের দুঃখী

---

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী, দা'ওয়াতে ইসলামীর রাতদিন বিভাগের যিম্মাদার।

www.dawateislami.net

মানবতার খেদমত এবং অপারগ ও বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি যথাসম্ভব সাহায্যের জন্যও সচেষ্ট রয়েছে। জন কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী** রীতিমতো একটি ডিপার্টমেন্ট "**FGRF**" প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অধিনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণের ময়দানে মানবতাকে অজ্ঞতা, অসুস্থতা, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং বিভিন্ন সংকট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ টিম সদা সচেষ্ট রয়েছে।

প্রিয় মাতৃভূমিতে আকস্মিক দূর্যোগের সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী** সর্বদা অগ্রগামী থাকে। বন্যা, ভূমিকম্প, তুফানে যখন মানবতা ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হলে বা এর উপর ঝুঁকি এলে তখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র হাজারো কর্মী সাহায্যের জন্য সামনে এসে যায় এবং দেশের দূর দূরান্তের এলাকায় গিয়ে দূর্ঘটনা কবলিতদের চিকিৎসা, আর্থিক এবং নৈতিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই ধারাবাহিকতা বিপদের দিনগুলোতে শুধু নয় বরং সারা বছরই অব্যাহত থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলমীর জনকল্যাণমূলক কাজের পর্যালোচনাঃ **FGRF** এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ৬৫টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে আছে এবং জনবল সক্ষমতার ব্যাপক প্রাপ্তি একে অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা করেছে। **FGRF** কয়েকভাবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খেদমত করছে: ❋ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ❋ ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ❋ ফয়যান রিহ্যাবলিটেশন সেন্টার (প্রতিবন্ধি শিশুদের চিকিৎসা) ❋ মাদানী হোম (এতিমখানা) ❋ হেলথ কেয়ার সেন্টার

www.dawateislami.net

❋ বৃক্ষরোপন কার্যক্রম/ আর্বান ফরেষ্ট ❋ ব্লাড ক্যাম্পাস ❋ থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য রোগীদের জন্য রক্ত ডোনেশন ❋ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পাস এবং ❋ স্কলার ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রামসহ মহামারি রোগ, টেওন দূর্ঘটনা, ভূমিকম্প, বন্যা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আগুন লাগা/ বিল্ডিং ধসের ঘটনা, গরীবদের মাঝে খাবার বন্টন, মরুভূমিতে পানির পাম্প লাগানো ও কূপ খনন, ওল্ড হাউজে মেহমানদারীর ব্যবস্থা, হিটস্টোক ইস্টিব্লাইজেশন ক্যাম্পাস এবং পুরো পৃথিবীতে সাহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা খুবই সুচারূভাবে করা হয়ে থাকে। **থ্যালাসেমিয়া ফ্রি দেশঃ** COVID-19 এর সময় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তদান আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছিলো, রক্তদান না করার কারণে রোগী শিশুদের হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছিলো, যা কিনা অনেক বড় মানবিক ট্রাজেডির কারণ হতে পারতো। এই করুন পরিস্থিতি দেখে আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যের জন্য দ্রুত ও জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, **FGRF** এর অধিনে মে ২০২০ইং থেকে জুন ২০২২ইং পর্যন্ত সারা দেশে লাগানো ব্লাড ক্যাম্পাস থেকে ৫০ হাজারেরও বেশি রক্তের ব্যাগ প্রদান করা হয়েছে, যা সারা দেশের নামকরা ব্লাড ব্যাংক এবং থ্যালাসেমিয়ার রেজিস্টার প্রতিষ্ঠানগুলোতে জমা করানো হয়েছে। **বৃক্ষরোপনঃ** সাইন্স যতই উন্নতি করছে এর সাথে

www.dawateislami.net

সাথে পৃথিবীতে ট্রান্সপোর্টের ধোয়া এবং ফ্যাক্টরীর কারণে ছড়িয়ে পড়া বায়ু দূষণে পৃথিবীর উষ্ণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং মোকাবেলায় পুরো পৃথিবীতে বৃক্ষরোপণের প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে, এই নেককাজে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকেও পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা মাদানী চ্যানেলে এক বিলিয়ন চারা লাগানোর ঘোষনা দিয়েছেন। এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করার জন্য এখন পর্যন্ত WWF, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২০ লাখেরও বেশি চারা **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং আশিকানে রাসূলের পক্ষ থেকে লাগনো হয়েছে এবং এরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **মাদানী হোম (এতিমখানা):** জুলাই ২০২১ইং **দা'ওয়াতে ইসলামী "মাদানী হোম"** নামে এতিমখানা বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরিপূর্ণ প্লানিংয়ের পর মার্চ ২০২২ইং প্রথম এতিমখানার ভিত্তি প্রস্তর মুরশিদের শহর (নর্থ করাচী) কেরেলা স্টপে অবস্থিত ফয়যে মদীনা মসজিদের পাশের জায়গায় স্থাপন করে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মূখপাত্র হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারী ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে বয়ান করে বলেন: **"দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী হোমে থাকা শিশুদের পোষাক, তাদের চিকিৎসা, তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যতের ভিত্তিতে তাদের ভরণপোষণ করবে। এখানে দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় শিক্ষা দেয়া হবে, শিক্ষা দেয়ার সময় ভবিষ্যতের উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে।"

www.dawateislami.net

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টঃ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট **FGRF** এর একটি উল্লেখযোগ্য এবং সক্রিয় বিভাগ, এই বিভাগ প্রাকৃতিক আপদ ও দূর্ঘটনা যেমন; বন্যা, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ট্রেন দূর্ঘটনা, হিট স্ট্রোক, মহামারী রোগ বালাই, বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়া/ আগুন লাগা এবং উড়োজাহাজ ক্রাশ হওয়ার মতো ঘটনার সময় সক্রিয় হয়ে থাকে। দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের খাবার এবং উপকারী জিনিসপত্র পৌঁছানো, অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের পাশাপাশি খাবার ও পানি বিতরন করা এই বিভাগের মূল দায়িত্ব। **মাদানী হেলথ কেয়ার সেন্টারঃ** প্রথম মাদানী হেলথ কেয়ার সেন্টার করাচীর আয়েশা মঞ্জিল এলাকায় প্রস্তুত হয়ে গেছে, ২৫ই সফরুল মুজাফফর ১৪৪৪ হিজরী রযা দিবস উপলক্ষে তা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। বিভাগের যিম্মাদার রুকনে শূরা হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারী ভাষ্য অনুযায়ী হেলথ কেয়ার সেন্টারে সর্বদা অভিজ্ঞ ডাক্তার থাকবে। এখানে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা আলাদা সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দার প্রতি খেয়াল রেখে ইমার্জেন্সি, গাইনী, জেনারেল রোগ, শিশুরোগ, অর্থোপেডিক রোগের চিকিৎসা হবে। তিনি আরো বলেন: এই কেয়ার সেন্টারে বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্বাবধানে চিকিৎসা হবে এবং মানবতার খেদমতের উদ্দেশ্যে ডাক্তারের ফিস, টেস্ট এবং ঔষধসহ সকল ফিস হিসাবে শুধুমাত্র তিনশ থেকে পাঁচশ টাকা গ্রহণ করা হবে। এখানে প্রতিদিন ৮০০ থেকে ১২০০ রোগীর চিকিৎসা করানো যাবে। **বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসাঃ** অটিজম (Autism) এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীর পাশাপাশি অনুভূতি সমস্যার শিকার শিশুদের

www.dawateislami.net

পূর্নবাসনও **FGRF** এর অগ্রাধিকারে অন্তর্ভূক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় **FGRF** ফয়সাল সড়ক করাচীতে **"ফয়যানে রিহাবলিটিশন সেন্টার"** নামে একটি পূর্ণবাসন কেন্দ্র চালু করেছে আর ফয়সালাবাদেও একটি জায়গা নেয়া হয়েছে, যেখানে আর্টের সুবিধা ও আধুনিক থেরাপী টেকনিক সম্বলিত পরিপূর্ণ ফয়যান রিহাবলিটিশন সেন্টারের দ্বিতীয় শাখা খোলা হবে।

FGRF বাংলাদেশ

প্রিয় নবী (ﷺ)'র বাণী: **আল্লাহ পাক** বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা পছন্দ করেন। **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, হাদীস: ৪৬৮০)**

পুরো বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বিপদগ্রস্ত ও দুঃখী মানুষের সাহায্যার্থে দা'ওয়াতে ইসলামীর অন্যতম একটি বিভাগ FGRF অর্থাৎ Faizan Global Relief Foundation কাজ করে যাচ্ছে।

- ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে যখন করোনা ভাইরাস (Covid 19) ছড়িয়ে পড়ে সে সময় পুরো বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও দা'ওয়াতে ইসলামীর অন্যতম বিভাগ FGRF করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় গরীব মুসলমানদেরকে ত্রান ও নগদ অর্থ প্রদান করেন।
- ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গরিব দুঃস্থদের মাঝে দা'ওয়াতে ইসলামীর অন্যতম বিভাগ FGRF মাহে রমযান উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।
- ২০২১ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে দা'ওয়াতে ইসলামীর সমাজকল্যাণ বিভাগ (FGRF) -এর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী ও মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইদের সহযোগীতায় দুস্থ অসহায় মানুষদের

www.dawateislami.net

মাঝে "পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে" কুরবানীর মাংস বিতরণ করেন।

- ✸ ২০২১ সালের ৮ই আগস্ট দা'ওয়াতে ইসলামীর FGRF এর অধীনে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।
- ✸ বায়ুদূষণ, বণ্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে দা'ওয়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ বিভাগ FGRF ২৭শে আগস্ট ২০২১ইং Tree plantation অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি প্রারম্ভ করেন।
- ✸ ২৬শে মে ২০২২ইং বন্যা কবলিত দুর্গম এলাকায় অসহায় মানুষের ত্রাণ সহায়তায় দা'ওয়াতে ইসলামী পাশে দাঁড়ান।
- ✸ ২০২২ সালের জুন মাসে সীতাকুণ্ডে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে নিয়োজিত ছিলো দা'ওয়াতে ইসলামীর FGRF বিভাগের মানবিক টিম।
- ✸ বর্তমানে বায়ুদূষণ, বণ্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে দা'ওয়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ বিভাগ FGRF ১২ই জুন থেকে ৩০শে জুন ২০২২ইং Tree plantation অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির কাজ করছেন।
- ✸ বর্তমানে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে দা'ওয়াতে ইসলামীর অন্যতম বিভাগ FGRF -এর মানবিক টিম নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

www.dawateislami.net

আশিকানে রাসূলের প্রতি আবেদন: আপনাদের দান অনুদানের (Donation) মাধ্যমে **FGRF** এর সাথে সহযোগিতা করুন। যদি আপনারা এই নেককাজে অংশ নিতে চান তবে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন।

ফোন নম্বর: ০৯৬১২২৬১১০৯

www.dawateislami.net

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমত

Dawat-e-islami and Latest Technology

মাওলানা এজায নেওয়ায আত্তারী মাদানী*

আধুনিক প্রযুক্তি যুগের চাহিদা ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, এর ভূল ব্যবহারের ক্ষতি আর সঠিক ব্যবহারের অসংখ্য উপকারীতাও রয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে দ্বীনি খেদমত করে যাচ্ছে। বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করুন:

Mobile Apps এর পরিচিতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত ৩১টিরও বেশি বিভিন্ন এ্যপলিকেশন Release করেছে, কয়েকটি Apps হলো:

আল কুরআনুল করীম (Al Quran-ul-Kareem)

এই অ্যাপ দ্বারা ইচ্ছা অনুযায়ী পারা, সূরা, আয়াত তিলাওয়াত করতে পারবে, বিভিন্ন ক্বারীর কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনতে পারবে, ডাউনলোডিংও করতে পারবে, সার্চও করতে পারবে।

সীরাতুল জিনান (Sirat ul Jinan)

এই অ্যাপ দ্বারা কুরআনে পাক সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পাঠ করতে পারবে, সার্চ করতে পারবে, কপিও করতে পারবে।

---

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী, ফয়যানে হাদীস বিভাগের যিম্মাদার, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার আল মদীনাতুল ইলমিয়া।

www.dawateislami.net

মারেফাতুল কুরআন (Marifat ul Quran)

কুরআনে পাকের শাব্দিক ও পারিভাষিক অনুবাদের একটি অনন্য অ্যাপ, বিভিন্ন বিষয়ে ডাটা সার্চ এবং ডাউনলোডও করতে পারবে।

বাহারে শরীয়াত (Complete Bahar e Shariat)

এই অ্যাপের মাধ্যমে দ্বীনি মাসআলার অনেক বড় কিতাব বাহারে শরীয়াতের ২০টি অংশ অধ্যয়ন করতে পারবে, সার্চিং এবং কপি করার সুবিধাও রয়েছে।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (Dar-ul-Ifta Ahlesunnat)

এই অ্যাপের মাধ্যমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের হাজারো ফতোয়া বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে পাঠ করতে পারবে, সার্চিং এবং ডাউনলোডও করতে পারবে, বিভিন্ন কিতাব এবং প্রোগ্রামও দেখতে পারবে।

কিতাব লাইব্রেরী (Islamic eBooks Library)

এটি বিভিন্ন বিষয়াবলীর দ্বীনি কিতাবের অনলাইন অ্যাপ, এখান থেকে কিতাব পাঠ করে ডাউনলোড ও শেয়ারও করা যাবে।

নামাযের সময়সূচী (Prayer Times)

এই অ্যাপের মাধ্যমে লোকেশন সেট করে পৃথিবীর হাজারো স্থানের নামাযের সঠিক সময় জানা যাবে, কিবলার দিক নির্ধারণ করা যাবে, অটো পদ্ধতিতে নামাযের সময়ে মোবাইলকে Silent মুডে সেটও করা যাবে।

www.dawateislami.net

নেক আমল (Neik Amaal)

যদি আপনি নেককার হতে চান তবে এই অ্যাপ আপনার জন্য, এই অ্যাপের মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে নিজের কর্মকান্ড চেক করে নেককার হওয়াতে সাহায্য অর্জন করতে পারবেন।

হজ্জ ও ওমরা (Hajj and Umrah)

হজ্জ ও ওমরাকারীদের জন্য এই অ্যাপ অনন্য একটি সহযোগী, এতে হজ্জ ও ওমরার পদ্ধতি, জরুরী মাসআলা, ভিডিও, দোয়া, মক্কা, মদীনা, জেদ্দার আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং কারেন্সি কাউন্টারও রয়েছে।

কলেমা এন্ড দোয়া (Kalam and Dua)

ছোট্ট শিশুদের দ্বীনি প্রশিক্ষনের একটি অনন্য অ্যাপ, এতে ছয় কলেমা, বিভিন্ন দোয়া, সুন্নাত ও আদব এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ সম্বলিত বিভিন্ন ভিডিও রয়েছে।

ইসলামী বয়ান (Islamic Speeches)

এই অ্যাপে কুরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত বয়ান রয়েছে।

মাদানী চ্যানেল (Madani Channel)

এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা বাংলা, উর্দূ, ইংরেজি ভাষায় মাদানী চ্যানেল সরাসরি দেখতে ও শুনতে পারবেন।

www.dawateislami.net

রূহানী চিকিৎসা (Online Rohani Ilaj & Istikhara)

এই অ্যাপের মাধ্যমে ইস্তিখারা, শারীরিক ও রূহানী রোগের কাট করানো যায়, ঘরে বসে তাবিয আনা যাবে, সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় মুরীদও করানো যাবে।

ফয়যানে অনলাইন একাডেমি

এই বিভাগের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামী ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য নাযেরা, হিফয, কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর ও হাদীস, দরসে নিজামী, ফরয উলুম, আকীদা, জীবনি, ফিকাহ, পবিত্রতা, নামায, ইমামতি, রোযা এবং যাকাতসহ অন্যান্য অনেক কোর্স অনলাইনে করানো হয়।

Social media ও দা'ওয়াতে ইসলামী

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফম, যেমন ইউটিউব, ফেইসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, টুইটার এবং ওয়াটসআপ ইত্যাদির ভ্রান্ত বিষয়বস্তু ও ভূল ব্যবহারে সময় নষ্ট করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, অপবাদ, হিংসা, অহঙ্কার, অনৈতিকতা, অশ্লিল কথাবার্তার মতো অনেক খারাপ কাজ প্রসার হচ্ছে, শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য এর ব্যবহার খুবই ক্ষতিকর, **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই সকল প্লাটফর্মে ইতিবাচক পদ্ধতিতে বিভিন্ন চ্যানেল ও পেইজের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রসার করছে।

www.dawateislami.net

বিভিন্ন Websites চালু

ওয়েব সাইটও তথ্যাবলী জানা বা বিভিন্ন কিছু প্রচারের একটি বড় মাধ্যম, ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিম্নবর্ণিত ওয়েব সাইটগুলো অবশ্যই visit করুন।

- **www.dawateislami.net**
- **www.dawateislami.org**
- **news.dawateislami.net**
- **www.daruliftaahlesnnat.net**

মাদানী চ্যানেল (Madani Channel)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাকে প্রসার করাতেও অগ্রগামী রয়েছে, মাদানী চ্যানেলের ২৪ ঘন্টার অন এয়ার ও অফ এয়ার অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করতে পারবে না বরং নিজের, নিজের পরিবারের, সন্তানদের এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের ও দুনিয়াবী চারিত্রিক প্রশিক্ষণও করতে পারবেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই সকল Apps সমূহ Updateও করা হয়, গুগল প্লে স্টোর ইত্যাদিতে এই Apps গুলো নাম লিখে সার্চ করে ইনস্টল করা যাবে আর আপনাদের সুবিধার্থে "Dawateislami Digital Services" নামে একটি অ্যাপও বানানো হয়েছে, যাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল অ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কস রয়েছে, এই এ্যপলিকেশন এই Qr-Code দ্বারা স্ক্যান করে ইনস্টল করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সকল অ্যাপস ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনেক লোক উপকৃত হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট ভিজিটকারীদের মাসিক গড় সংখ্যা হলো ১৩ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অ্যাপস ১৬ মিলিয়নেরও বেশি ইনস্টল করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী ও মহিলাদের মাঝে দ্বীনি কাজ

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া*

নিশ্চয় এটা **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ যে, তিনি শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিজের বান্দাদের বাঁচানোর জন্য আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং এরপর আপন আউলিয়ায়ে কিরামের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন, যাঁরা **আল্লাহর** বান্দাদেরকে তাঁর দ্বীনের দিকে ধাবিত করা এবং শয়তানের পথে চালিতদের বাঁধা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বর্তমানে এর জ্বলন্ত উদাহরন হলো আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, যিনি সমাজ সংশোধনের খেদমত প্রদানে নিজেই নিজের উদাহরন। **আল্লাহ পাক** তাঁকে অসংখ্য গুণাবলীর পাশাপাশি সদাচরনের এমন গুণ দ্বারা ধন্য করেছেন যে, যুগ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে, মানুষ তাঁর পেছনে পরিচালিত হতে শুধু প্রস্তুত হয়ে গেলো না বরং তা নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতে লাগলো এবং নিজের সৌভাগ্যের প্রতি গর্ব করতে লাগলো অতঃপর সময় দেখলো যে, যাদের সংশোধনের জন্য তাদের পিতামাতা হার মেনে নিয়েছে এবং নিজের সন্তানের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছে তাছাড়া শিক্ষকরা সব রকমের চেষ্টা করেছে, অবশেষে তারাও হাত উঠিয়ে নিয়েছে, এরূপ বিগড়ে যাওয়া লোকেরাও তাঁর দরবারে এসে তাঁর হাতে তাওবা করে নিজের প্রতিপালককে সন্তুষ্টকারী হয়ে গেছে এবং পিতামাতার

* আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাতের নিগরান (দা'ওয়াতে ইসলামী) ইসলামী বোন।

www.dawateislami.net

অনুগত সন্তানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে লাগলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সমাজের সকলের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, তিনি যেভাবে বৃদ্ধ, যুবক, শিক্ষক-ছাত্র এবং অন্যান্য অনেক বিভাগে ইসলামের ভালবাসা, তাঁর শিক্ষার উপর আমল এবং ইশকে রাসূলের চাহিদা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার প্রেরণা প্রসার করেন, তেমনিভাবে মহিলাদের সংশোধনেও অনন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মহিলারা স্বয়ং সমাজের শুধু গুরুত্বপূর্ণ মানুষ নয় বরং মানুষের প্রশিক্ষণের মাধ্যম, যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী** যখন সমাজের সংশোধনের কাজ হাতে নিয়েছেন তখন এটা কিভাবে হতে পারে যে, মহিলাদের জন্য তাঁর কোন প্লাটফর্ম থাকবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী** তাদেরকেও একা ছেড়ে দেয়নি, এই কারণেই যে, পৃথিবীর যেই কোণায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তা পৌঁছেছে, সেখানকার মহিলারাও এই সংগঠনের ফয়েয অর্জন করেছে। এই পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে লাখো মহিলা এই সংগঠনের সাথে শুধু সম্পৃক্ত নয় বরং নিজের বংশের সংশোধনের দায়িত্ব নেয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী বোনদের সংশোধনের চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মহিলাদের জন্য দ্বীনি কাজঃ ইসলামী বোনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন:

❋ বয়স্ক মহিলা এবং কম বয়সী মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা।

❋ কুরআনে পাক অনলাইনে শিখানোর ক্লাসের ব্যবস্থা।

www.dawateislami.net

❋ দরসে কুরআনের মাধ্যমে ফয়যানে কুরআনকে প্রসার করা।

❋ জামেয়াতুল মদীনা গার্লসের মাধ্যমে ইসলামী বোনদের দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিমা কোর্স করানো।

❋ সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাহফিলে সংশোধন মুলক বয়ানের মাধ্যমে ইসলামী বোনদের আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করা।

❋ যোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে মহিলা উকিল, জজ, ওমেন স্পোর্টস ও আর্টিস্ট এবং ওয়ার্কিং ওমেনের মাঝে সংশোধনের চেষ্টা করা এবং তাদেরকে দ্বীনের নিকটবর্তী করা।

❋ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী, টিচার্স ও ওমেন স্টাফদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত করা।

❋ স্পেশাল ইসলামী বোন বিভাগ[১] এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ইসলামী বোনের মাঝে দেশ ও বিদেশে দ্বীনি কাজের সারা জাগানো।

❋ দারুস সুন্নাহ গালর্স বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে ইসলামী বোনদেরকে বিভিন্ন কোর্স করানো এবং সাংগঠনিক নির্দেশনা প্রদান করা।

❋ অমুসলিম মহিলাদের প্রতি ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেয়া এবং নও মুসলিম

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বোবা, বধির, অন্ধ বা কোন প্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধীত্বের শিকার মহিলা।

www.dawateislami.net

ইসলামী বোনকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা, আকীদা ও ফরয উলুমের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তরবিয়্যতি কোর্স করানো।

এছাড়াও اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী বোনদের ৮টি দ্বীনি কাজের শক্তিশালী নেটওয়ার্কও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে নেকীর দাওয়াত এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচার আগ্রহকে প্রসার করা হয়।

নিম্নে ইসলামী বোনদের ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরনী লক্ষ্য করুন:

৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরনীর পর্যালোচনা (জুন ২০২২ইং দেশ ও বিদেশ					
দৈনিক ৩টি দ্বীনি কাজ		সাপ্তাহিক ৪টি দ্বীনি কাজ		মাসিক ১টি দ্বীনি কাজ	
ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ	দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া	সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা	স্থান: ১৩২৭৩	নেক আমল পুস্তিকা	১০০৬৮৪
	ইসলামী বোন: ৭০২৯		গড় অংশগ্রহণকারী: ৪২২৭৮০		
ঘর দরস	১০৪৬৫৩	এলাকায়ী দাওরা	৩৫২১৯		
প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা	মাদরাসা: ১০৫১০	মাদানী মুযাকারা	১২৭৭৫৯		
	গড় অংশগ্রহণকারী: ৯১৬২৭				
		পুস্তিকা পাঠকারী/ শ্রবনকারী	১৯০২১১		

www.dawateislami.net

১২টি দ্বীনি কাজসহ দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সিস্টেম

The methodogy of Dawat-e-islami Including 12 Religious Activities

মাওলানা আব্দুল্লাহ নাঈম আত্তারী মাদানী*

মানুষ হলো রূহ ও শরীরের সমষ্টির নাম, যেমনিভাবে শরীরকে শক্তিশালী রাখার জন্য এর খাবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়, এর পরিস্কার পরিছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখতে হয় এবং একে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়, তেমনিভাবে রূহকে শক্তিশালী রাখার জন্য এর খাবারের ব্যবস্থা, পবিত্রতার ব্যবস্থা এবং দাগযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করতে হয়।

রূহের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বীন ইসলামঃ রূহের এই সকল প্রয়োজনিয়তা পূরণ করার জন্য দ্বীন ইসলাম ঈমান এবং উত্তম আমলকে আবশ্যক করে দিয়েছে আর এটি শিক্ষা দিয়েছে যে, "সকল প্রকার উত্তম বিষয়ের ভিত্তি হলো ঈমান আর রূহের সৌন্দর্য ঈমানের পর নেক আমল দ্বারাই সম্ভব।"

ইসলাম ও দা'ওয়াতে ইসলামীঃ ইসলামের এই সুন্দর বার্তাকে পুরো পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা

* জামেয়াতুল মদীনা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী, কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া।

www.dawateislami.net

উন্নত ঐতিহাসিক খেদমতের জন্য সদা সক্রিয়। ব্যক্তির সংশোধন থেকে শুরু করে সমাজের সংশোধন বরং পুরো পৃথিবীর মানুষের সংশোধনের চেষ্টার উদ্দ্যেগ গ্রহণকারী এই সংগঠন নিজের সুন্দর সিস্টেমের কারণে গ্রহণযোগ্যও হয়েছে আর সফলও!

দা'ওয়াতে ইসলামীর যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজ

দা'ওয়াতে ইসলামী নিজের মহান মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্ট করতে হবে"** অর্জনের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক **১২**টি দ্বীনি কাজের এমন নির্দেশনা উপস্থাপন করে যে, প্রত্যেক মুসলমান নিজের অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যস্ততার পাশাপাশি এই নির্দেশনাকে জীবনের অংশ বানিয়ে আমলের মাধ্যমে নিজের রূহকে সুসজ্জিত করতে পারে! **১২**টি দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অবলোকন করুন:

দৈনিক ৪টি দ্বীনি কাজ:

১. ফজরের জন্য জাগানো: দিনের শুরুতেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের শুরু হয়ে যায় এবং সুন্নাতে নববীর উপর আমল করে মুসলমানকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর কাজ শুরু হয়ে যায়, যাকে **"ফজরের জন্য জাগানো"** বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দেখা যায় যে, যেখানে এই দ্বীনি কাজ নিয়মিত হয়ে থাকে, সেখানে ফজরের নামাযীর সংখ্যা সাধারণত বেশি হয়ে যায়। **২. তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা:** কুরআনে করীমের ফয়েয থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত

www.dawateislami.net

হওয়ার জন্য ফজরের নামাযের পর দরসে কুরআনের কার্যক্রম হয়ে থাকে, যাকে **"তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা"** বলা হয়। যে সকল মসজিদে এই দ্বীনি কাজ হয়ে থাকে সেখানে আশ্চর্য ধরনের একটি রূহানী পরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং মুসলমানরা প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সহকারে এই হালকায় অংশগ্রহণ করে থাকে। **৩. দরসঃ** ইলমে দ্বীনের উন্নতির জন্য প্রতিদিন মসজিদে এবং মসজিদের বাইরে কোন চৌক ইত্যাদি আলোকিত স্থানেও (ফয়যানে সুন্নাতের বিভিন্ন অধ্যায় বা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বিশেষ পুস্তিকা থেকে) দরস দেয়া হয়, এছাড়াও ঘরম স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, একাডেমী, মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদিতেও দরস দেয়া হয়, এই দ্বীনি কাজের নাম **"দরস"** দেয়া হয়েছে। اَلْحَمْدُلِلّٰه এই দ্বীনি কাজের অনেক মাদানী বাহার রয়েছে, এই দরসের কারণে অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের জীবনে পরিবর্তন এসেছে, গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা হয়ে নেকীর পথে পরিচালিত হওয়া লোকের বড় একটি অংশ এই দ্বীনি কাজের প্রতিফল। **৪. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনাঃ** বড় ইসলামী ভাইদেরকে কায়দা ও তাজবীদ সহকারে কুরআনে পাক পাঠ করা শিখানো হয়, তাছাড়া সুন্নাত ও আদবের ব্যাপারে সুন্দর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, একে **"প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"** নাম দেয়া হয়েছে। এই দ্বীনি কাজের বদৌলতে অসংখ্য ইসলামী ভাই শুধু কুরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করেনি বরং ফয়যানে কুরআনের বরকত দ্বারা অসংখ্য সৌভাগ্যবান মুবাল্লিগ হয়ে দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে।

www.dawateislami.net

২ লাখেরও বেশি আশিকানে রাসূল তাজবীদ সহকারে ফ্রি কুরআনে করীম শিখা ও শিখানোতে ব্যস্ত রয়েছে।

সাপ্তাহিক ৫টি দ্বীনি কাজঃ

৫. সাপ্তাহিক ইজতিমাঃ আশিকানে রাসূলের হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তির জন্য প্রায় প্রতিটি বড় বড় শহরে ইশার নামায থেকে ইশরাক ও চাশত (৩টি পর্যায়ে) সাপ্তাহিক ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে তিলাওয়াত, নাত শরীফ, বয়ান এবং যিকির ও দোয়া হয়ে থাকে। এই ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের খোদাভীতি, দীদারে মুস্তফা, দোয়ার কবুলিয়্যত, গুনাহ থেকে তাওবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে। **৬. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারাঃ** প্রতি শনিবার রাত ১০টা থেকে মুসলমানদের শরয়ী, নৈতিক, সামাজিক, আদর্শগত এবং পারিবারিক বিষয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে প্রশ্ন করা হয়, তিনি এর হিকমতপূর্ণ উত্তর প্রদান করে থাকেন, এই দ্বীনি কাজকে **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। মাদানী মুযাকারার বরকতে অসংখ্য লোকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, পারিবারিক কলহ দূর হয়েছে, অনেকের অনেক বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। **৭. এলাকায়ী দাওরাঃ** মসজিদের আশেপাশে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে ঘরে এবং দোকানে বিদ্যমান ও পথে দাঁড়ানো, আসা যাওয়াকারী লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করা হয়, একে **"এলাকায়ী দাওরা"** বলা হয়। এই দ্বীনি কাজের বরকতে সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে দূরে অস্থির জীবন অতিবাহিতকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং নেকীর

www.dawateislami.net

বরকতে তাদের জীবনের প্রশান্তির মুহূর্ত আসতে লাগলো। **৮. ছুটির দিনের ইতিকাফঃ** নিউ স্যোসাইটি, শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং গ্রামে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য সেখানকার মসজিদে ছুটির দিন ইতিকাফ হয়ে থাকে, যাকে **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"** বলা হয়। এই দ্বীনি কাজের বরকতেও অসংখ্য মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়েছে, মসজিদ আবাদ হয়েছে, অনেকে নিজের সময়কে অহেতুক অতিবাহিত করার পরিবর্তে দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করছে। **৯. সাপ্তাহিক পুস্তিকাঃ** দ্বীনি সচেতনতা ও জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কোন একটি পুস্তিকা পাঠ করা বা অডিও (Audio) পুস্তিকা শুনার সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, যাকে **"সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন"** বলা হয়। এর বরকতে দ্বীনি চেতনা জাগ্রত হয় আর ইলমে দ্বীনের আকারে মীরাসে নববীর ধনভান্ডার অর্জিত হয়।

মাসিক ৩টি দ্বীনি কাজঃ

১০. নেক আমলঃ মানুষের রূহানি প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য প্রশ্নাবলী আকারে একটি পুস্তিকা বানানো হয়েছে, যা সময় নির্ধারন করে পূরণ করে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে নিয়মিত যেলী নিগরান/ বিভাগের যিম্মাদারকে জমা করা হয়, এই দ্বীনি কাজকে **"নেক আমল"** বলা হয়। এর বরকতে নেক আমল ও নিজের সংশোধনের চেষ্টা করার উপর অটলতা নসীব হয়। **১১. মাদানী কাফেলাঃ** ইলমে দ্বীন শিখা, নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য

www.dawateislami.net

কয়েকজন ইসলামী ভাই মিলে কমপক্ষে ৩দিন, ১২দিন ১ মাস অথবা ১২ মাসের জন্য **আল্লাহ**র পথে মুসাফির হওয়াকে **"মাদানী কাফেলা"** বলা হয়। এই মাদানী কাফেলার বরকতে অসংখ্য মসজিদ আবাদ হয়েছে, লাখো বেনামাযী নামাযী হয়েছে, হাজারো কাফের মুসলমান হয়েছে। **১২. মাদানী কোর্সঃ** মুসলমানদের ইবাদত ও আমলে আরো উন্নতির জন্য বিভিন্ন কোর্স (যেমন; ফয়যানে নামায কোর্স, মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স ইত্যাদি) করানো হয়ে থাকে, যাকে **"মাদানী কোর্স"** বলা হয়। এই মাদানী কোর্সের মাধ্যমে নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং শরয়ী আদব ও মাসআলা এবং সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি শিখানোর চেষ্টা করা হয়। এই কোর্স করার পর আশিকানে রাসূল সমাজে একটি সম্মানের জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

www.dawateislami.net

১২টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরনীর পর্যালোচনা

(জুন ২০২২ইং)

<table>
<tr><th colspan="2">দৈনিক ৫টি দ্বীনি কাজ</th><th colspan="2">সাপ্তাহিক ৫টি কাজ</th><th colspan="2">মাসিক ২টি কাজ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ফজরের জন্য জাগানো</td><td>যেলী হালকা: ২৩৪৬১</td><td rowspan="2">সাপ্তাহিক ইজতিমা</td><td>স্থান: ৬১১</td><td rowspan="2">মাদানী কাফেলা ৩দিন, ১২দিন, ১ মাস</td><td>মাদানী কাফেলা: ৩৩২৮</td></tr>
<tr><td>গড় অংশগ্রহণকারী: ৫০৪৩৫</td><td>গড় অংশগ্রহণকারী : ১৬৩৪৪৯</td><td>গড় অংশগ্রহণকারী: ২৩৩৪৫</td></tr>
<tr><td>মসজিদ দরস</td><td>৩৭৬২৮</td><td>ছুটির দিনের ইতিকাফ</td><td>১৩৯৬৪</td><td>নেক আমল পুস্তিকা</td><td>বন্টন: ১৭৫৫০৪
সংগ্রহ: ১০৬৪০৪</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চৌক দরস</td><td rowspan="2">৩৫৫৪১</td><td rowspan="2">মাদানী মুযাকারা</td><td>স্থান: ১৪৭১৯</td><td rowspan="4" colspan="2">বিঃদ্রঃ- এই কার্যবিবরনী জুন ২০২২ইং এবং শুধুমাত্র মুরশিদের দেশের। জুলাই থেকে ২০২২ইং থেকে মসজিদ দরস ও চৌক দরসকে মিলিয়ে একটি দ্বীনি কাজ করে দেয়া হয়েঝে আর মাদানী কোর্সকে মাসিক দ্বীনি কাজে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়ে।</td></tr>
<tr><td>গড় অংশগ্রহণকারী: ১২৪৫৫৩</td></tr>
<tr><td>তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা</td><td>১৮৭২৪</td><td>পুস্তিকা পাঠ/ শুনা</td><td>১৮২১৪২৮</td></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা</td><td>মাদরাসা: ৪১৭৩২</td><td rowspan="2">এলাকায়ী দাওরা</td><td rowspan="2">৩৫০৪৫</td></tr>
<tr><td>গড় অংশগ্রহণকারী: ২২০৭০৭</td></tr>
</table>

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের ডিপার্টমেন্ট সমূহ (ইসলামী ভাই)

(১) শরীয়া এডভাউজারি বোর্ড (ইফতা মাকতাব) (২) দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (৩) জামেয়াতুল মদীনা (৪) মাদরাসাতুল মদীনা (৫) ফয়যানে অনলাইন একাডেমী (৬) খুদ্দামুল মাসাজিদ ও মাদারিস (৭) মাদানী কোর্স বিভাগ (৮) কয়েদী সংশোধন বিভাগ (৯) মসজিদের ইমাম বিভাগ (১০) ফয়যান উইকেন্ড ইসলামিক স্কুল (Faizan Weekend Islamic School) (১১) আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিচার্স সেন্টার) (১২) নামাযের সময়সূচী বিভাগ (Prayer Timings Department) (১৩) আল মদীনা লাইব্রেরী (১৪) ফয়যানে মদীনা বিভাগ (মাদানী মারকায) (১৫) দারুস সুন্নাহ (১৬) ফয়যানে ইসলাম বিভাগ (১৭) আন্তর্জাতিক কার্যাবলী বিভাগ (International Affairs Department) (১৮) প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা (১৯) দানবাক্স বিভাগ (Donation Boxes) (২০) আশেপাশের এলাকা বিভাগ (২১) কাফন দাফন বিভাগ (২২) কুরবানির চামড়া বিভাগ (২৩) সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ বিভাগ (২৪) মাদানী স্টল বিভাগ (Donation Cell) (২৫) আত্তারী ওযীফা বিভাগ (২৬) রমযান ইতিকাফ বিভাগ (২৭) হজ্জ ও ওমরা বিভাগ (২৮) সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ (২৯) মাদানী মুযাকারা বিভাগ (৩০) উশর বিভাগ (৩১) পুস্তিকা বন্টন বিভাগ (৩২) নাত মাহফিল বিভাগ (৩৩) সম্মিলিত কুরবানি বিভাগ (৩৪) নিউ স্যোসাইটি

www.dawateislami.net

ডিপার্টমেন্ট (৩৫) রিযিক সংরক্ষণ বিভাগ (৩৬) লঙ্গরে রযবীয়া বিভাগ (৩৭) এইচ আর ডিপার্টমেন্ট (ইজারা) (৩৮) মাদানী চ্যানেল (৩৯) ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (৪০) মাকতাবাতুল মদীনা (৪১) ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট (৪২) আই টি ডিপার্টমেন্ট (৪৩) আসবাব পত্র বিভাগ (৪৪) নির্মাণ বিভাগ (৪৫) দারুল মদীনা ইসলামিক স্কুল/কলেজ (৫৬) দারুল মদীনা ইউনিভার্সিটি (৪৭) মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট (৪৮) ফয়যান এডুকেশন নেটওয়ার্ক (৪৯) ফয়যান প্রতিবন্ধি পূনর্বাসন সেন্টান (Faizan Rehabilitation Center) (৫০) স্যোশাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট (৫১) রিচার্স ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (R&D) (৫২) লিগ্যাল এডঃ ডিপার্টমেন্ট (৫৩) ওয়েলফেয়ার (Welfare) ডিপার্টমেন্ট (৫৪) বৃক্ষরোপন (Plantation) বিভাগ (৫৫) ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট (৫৬) পাবলিক রিলেশনশীপ ম্যানেজমেন্ট (PRM) (৫৭) ডাটা এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট (Data Analytics Department) (৫৮) সাহারায়ে মদীনা ডিপার্টমেন্ট (৫৯) সিকিউরিটি (Security) ডিপার্টমেন্ট (৬০) মাদানী কাফেলা বিভাগ (৬১) আমল সংশোধন বিভাগ (৬২) শিক্ষা বিভাগ (৬৩) স্পেশাল পারসনস ডিপার্টমেন্ট (৬৪) বিশিষ্টজনের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৬৫) উকিলদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৬৬) ট্রান্সপোর্ট ডির্পাটমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৬৭) মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৬৮) হোমিওপ্যাথিক ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৬৯) এগ্রিকালচার এন্ড লাইভস্টক ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ

www.dawateislami.net

বিভাগ (৭০) হাকীমদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭১) শোবিজ (Showbiz) ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭২) ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭৩) আওকাফের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭৪) ওলামাদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭৫) মাযারাতে আউলিয়া বিভাগ (৭৬) মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট (প্রচার ও প্রসার, মিডিয়া সেল) (৭৭) ফয়যানে মুর্শিদ ডিপার্টমেন্ট (৭৮) স্পোর্টর্স (Sports) ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৭৯) ভালবাসা বৃদ্ধিকরন বিভাগ (৮০) প্রফেশনালস ডিপার্টমেন্ট (৮১) ইসলামী বোনদের সাহায্যকারী বিভাগ।

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের ডিপার্টমেন্ট সমূহ (ইসলামী বোন)

(১) জামেয়াতুল মদীনা গালর্স বিভাগ (২) মাদরাসাতুল মদীনা গালর্স বিভাগ (৩) ফয়যানে অনলাইন একাডেমী গালর্স বিভাগ (৪) দারুস সুন্নাহ গালর্স বিভাগ (৫) ফয়যানে ইসলাম বিভাগ (৬) শর্টকোর্স বিভাগ (৭) আন্তর্জাতিক কার্যাবলী বিভাগ (International Affairs Department) (৮) প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা (অধিনস্থ বিভাগ: কোর্স বিভাগ, পরিদর্শন বিভাগ) (৯) দানবাক্স বিভাগ (Donation Boxes) (১০) কাফন দাফন বিভাগ (১১) রূহানী চিকিৎসা বিভাগ (১২) পুস্তিকা বন্টন বিভাগ (১৩) হজ্জ ও ওমরা বিভাগ (১৪) সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ (১৫) মাদানী মুযাকারা বিভাগ (১৭) মাসিক ডিভিশন মাদানী হালকা বিভাগ (১৮) এইচ আর ডিপার্টমেন্ট (ইজারা) (অধিনস্থ

www.dawateislami.net

বিভাগ: চিকিৎসা, টেস্ট মজলিশ) (১৯) ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (২০) দারুল মদীনা গালর্স (২১) মাকতাবাতুল মদীনা বিভাগ (ইসলামী বোন) (অধিনস্থ বিভাগ: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রাতদিন) (২২) মাদানী দাওরা ও মাহারিম মাদানী কাফেলা বিভাগ (২৩) শিক্ষা বিভাগ (২৪) স্পেশাল পারসন ডিপার্টমেন্ট (২৫) ভালবাসা বৃদ্ধিকরন বিভাগ (২৬) আমল সংশোধন বিভাগ (২৭) যোগাযোগ বিভাগ (২৮) ফয়যানে মুর্শিদ ডিপার্টমেন্ট।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনের খেদমতের কয়েকটি বিভাগ ও বাৎসরিক কার্যবিবরনীর তুলনামুলক যাচাই

(সেপ্টেম্বর ২০২১ইং থেকে আগষ্ট ২০২২ইং অনুযায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** পুরো পৃথিবীতে ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনে মতিনের খেদমতের জন্য সচেষ্ট রয়েছে, যার মাদানী বাহার নিউজ ওয়েব সাইট (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র রাতদিন), মাদানী চ্যানেল, মাসিক ফয়যানে মদীনা এবং মাকতাবাতুল মদীনার (**দা'ওয়াতে ইসলামী**) কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে আপনাদের নিকট পৌঁছে থাকে। গত এক বছরের কয়েকটি বিভাগের কার্যবিবরনী পর্যবেক্ষণ করুন:

মজলিশ/ বিভাগ	সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং	আগষ্ট ২০২২ ইং
জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা)	৮৯১টি	১২৪৭টি
জামেয়াতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রী	৬৫ হাজার ৮শত ৬৬ জন	৯৬ হাজার ৯শত ২১ জন
শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র ও ছাত্রী	১৩ হাজার ৪শত ৫৫ জন	১৯ হাজার ৫শত ১ জন
ফয়যানে অনলাইন একাডেমী ব্রাঞ্চ	৪২টি	৪৭টি
ফয়যানে অনলাইন একাডেমীতে কোর্স কারী	১৮ হাজার ৬শত ৯১ জন	২৬ হাজার ৮শত ৪৩ জন
ছেলে ও মেয়ে শিশুদের মাদরাসাতুল মদীনা	৪২২৫টি	৫৯৪৭টি

www.dawateislami.net

মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রী	১ লক্ষ ৯৭ হাজার ১২ জন	২ লক্ষ ৬২ হাজার ১শত ১২ জন
নাযেরা সম্পন্নকারী ছাত্র ও ছাত্রী	২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩শত ৭ জন	৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯শত ৯৮ জন
হাফিয ছাত্র ও ছাত্রী	৯২ হাজার ৪৭ জন	১ লক্ষ ৯শত ৪২ জন
প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা	৩৪ হাজার ৪শত ৪১টি	৪১ হাজার ৭শত ৩২টি
প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রী	১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯শত ৩৫ জন	২ লক্ষ ২০ হাজার ৭শত ৭ জন

দ্বীন ইসলামের খেদমতে আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন এবং নিজের যাকাত, ওয়াজিব ও নফল সদকা এবং অন্যান্য অনুদান (Donations) এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করুন! আপনার চাঁদা যেকোন জায়িয দ্বীনি, জনকল্যাণ, রূহানী, স্বেচ্চাসেবা এবং কল্যাণের কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

দান ও অনুদানের জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন:

০১৯১৪৫২০১১৭

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের বার্তা
দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের নামে!

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْكَرِیْم

সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তারী কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে মারকাযী মজলিশে শূরার সদস্যগণ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগণ[১]

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আমার প্রিয় মাদানী ছেলে ও মাদানী মেয়েরা! যারা দ্বীনি কাজের সাড়া জাগায়, আমি আমার মাঝে তাদের জন্য অনেক উত্তম আবেগ অনুভব করি, **হে আল্লাহ পাক!** যেই মাদানী ছেলেরা ১২টি দ্বীনি কাজ এবং মাদানী মেয়েরা ৮টি দ্বীনি কাজের জন্য সচেষ্ট থাকে, নেক আমল পুস্তিকা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে, তাদের সবাইকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো এবং **হে আল্লাহ পাক!** তাদেরকে বারবার হজ্জের সৌভাগ্য নসীব করো, ইলাহাল আলামীন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বাগানকে ফলে ফুলে মদীনার সদা বসন্তের সদকায় সদা বসন্ত করে দাও এবং এই **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেনো যতদিন মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে, দ্বীনি কাজের সাড়া জাগাতে থাকে। মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে

১. শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪৩৯ হিজরীতে হজ্জ মুবারকের সৌভাগ্য অর্জন করার পর এই বার্তা প্রকাশ করেছিলেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ এই সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হলো। **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"**

www.dawateislami.net

এবার বিদায়ের মুহূর্ত আসছে, **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে বারবার হজ্জ নসীব করো, বারবার প্রিয় মদীনা দেখাও, আপনাদের সবাই এবং আমারও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক, **আল্লাহ পাক** আমর এবং সকল হাজীদের হজ্বকে মকবুল বানাও, মদীনা পাকের হাজিরীকে কবুল করো, আমিন। দয়া করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজ করতে থাকুন, নেক আমল পুস্তিকা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিক করুন, اِنْ شَآءَ الله নেককার মুত্তাকী পরহেযগার হয়ে যাবেন।

জামেয়াতুল মদীনা বালক, মাদরাসাতুল মদীনা বালকের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, নাযিমগণ, জামেয়াতুল মদীনা বালিকা, মাদরাসাতুল মদীনা বালিকার শিক্ষিকা, নাযিমা, শিক্ষার্থীনি, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতীয়ানে কিরাম এবং সকল মজলিশের যারাই যিম্মাদার রয়েছেন, সম্পৃক্ত রয়েছে **আল্লাহ পাক** সকলের প্রতি রহমত বর্ষন করো, আপনারা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সাথে নিয়ে চলতে থাকুন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকুন, দ্বীনের খেদমতে বেশি বেশি অংশ নিন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা মাদানী মুযাকারা অবশ্যই শুনুন।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরী যে, এটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম কাজ বরং একে সর্বপ্রথম দ্বীনি কাজ বলা হলে, তবে সমস্যা নাই, এভাবে বুঝে নিন যে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় দ্বীনি কাজ ধীরে ধীরে প্রসার হয়েছে। মাদানী কাফেলা তো স্বভাবতই

www.dawateislami.net

দ্বীনি কাজের মেরুদন্ড, এটা ছাড়াও চলবে না অতএব সবাই মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন। যে যত বেশি দ্বীনি কাজ করবে ব্যস বুঝে নিন যে, আমার তার প্রতি ভালবাসা বেশি, দ্বীনি কজই যেনো আমাদের জীবন, অন্যথায় আমাদের মৃত্যু, যদি আমরা দ্বীনি কাজ ছেড়ে কোটিপতি হয়ে যাই তবে আমাদের জীবন একেবারেই অনর্থক, যদি দ্বীনের খেদমত এতে অন্তর্ভূক্ত না থাকে, **আল্লাহ পাক** যেনো শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত নিতে থাকে, **আল্লাহ পাক** আপনাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসে **নিজের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো, এই সকল দোয়া আপনাদের সবার সদকায় আমি গুনাহগারের সর্দার এবং আমার সন্তানদের উপরও কবুল করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমি অসিয়ত করছি যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "মারকাযী মজলিশে শূরা" যতক্ষণ শরীয়াতের বিরোধী আদেশ দিবে না, তাঁদের আনুগত্য করতে থাকুন, আনুগত্য করতে থাকুন, আনুগত্য করতে থাকুন আর ব্যস তাঁদের অধিনে থেকেই দ্বীনের কাজের সাড়া জাগাতে থাকুন, উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর কি হবে!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট **প্রশ্ন**[১] করা হয়েছিলো: কিছু লোক বলে; যতক্ষণ আপনি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত) আছেন ততক্ষণ **দা'ওয়াতে ইসলামী** চলতে থাকবে, এরপর নিগরান সাহেবগণ এবং শূরার রুকনগণ সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অতঃপর জানিনা কি হবে! এর বাস্তবতা কতটুকু?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **উত্তরে** বলেন: অনেকে এটা মনে করে যে, আমার মৃত্যুর পর **দা'ওয়াতে ইসলামী** শেষ হয়ে যাবে, اِنْ شَآءَ الله এমনটি হবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আমার সন্তান এবং সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদেরকে মারকাযী মজলিশে শূরার আনুগত্য করার প্রতি জোর দিয়েছি এবং প্রায় মাদানী মুযাকারায় এবং বড় রাতের ইজতিমায় এটা ঘোষনাও করেছি যে, আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে মারকাযী মজলিশে শূরার অধিনস্থ থেকেই দ্বীনি কাজ করবো, মারকাযী মজলিশে শূরার বিরোধীতা করবো না। **দা'ওয়াতে ইসলামী** কোন দোকান বা উত্তরাধীকার সম্পদ নয়, যা আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের মাঝে বন্টন করতে হবে বরং **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে যারা কাজ করবে তাদেরকে সালাম। **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে মারকাযী

১. এই প্রশ্নটি ১৫ শা'বানুল মুয়াযযম ১৪৪০ হিজরী/ ২০ এপ্রিল ২০১৯ইং অনুষ্ঠিত মাদানী মুযারাকায় করা হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

মজলিশে শূরা কাজ করছে এবং তারা করতে থাকবে। সবাইকে মরতে হবেই, যদি কারো মৃত্যুতে দ্বীনের কাজ থেমে যেতো, তবে যাঁর বদৌলতে আমরা ইসলাম পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পর অবশ্যই থেমে যেতো, কিন্তু এরপরও দ্বীনের কাজ থামেনি, তাই ইলইয়াস কাদেরী কোন হিসাবের! তাঁর মৃত্যুতে কি হবে! যারা আমার জন্য দ্বীনের কাজ করছে আজ থেকে তাদেরকে খোদা হাফেয! আর যারা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের কাজ করে তারা আজও করছে আর আমার মৃত্যুর পরও করবে, এটা মনে করবেন না যে, ইলইয়াস কাদেরী চলে গেলে তবে এমন হয়ে যাবে বা ইলইয়াস কাদেরীর পর কি হবে? এগুলো সবই শয়তানী কুমন্ত্রণা, এ থেকে আমাদের সকলকে বেঁচে থাকা উচিৎ। জীবদ্দশায়ও তো অনেক কিছু হতে পারে, এমন অনেক সংগঠন রয়েছে, যার প্রতিষ্ঠাতারা জীবিত এবং সুস্থ রয়েছে কিন্তু তাদের সংগঠন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাইহোক, এটা আমার অসিয়ত যে, আমার মৃত্যুর পরও আপনারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরাকেই অগ্রাধিকার দিবেন, তাঁরা যেভাবে চায় সেভাবেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করবেন, মারকাযী মজলিশে শূরার সাথে কখনোই বিদ্রোহ করবেন না এবং যারা মারকাযী মজলিশে শূরার বিরোধীতা করবে তাদের সাথেও থাকবেন না। **আল্লাহ পাক** বিশ্বাসঘাতকের কুদৃষ্টি থেকে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে, আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদেরকে এবং আমার প্রিয় মারকাযী মজলিশে শূরাকে সুরক্ষিত

www.dawateislami.net

রাখুন এবং তাদের সকলকে একনিষ্ঠতার সহিত দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাময়
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যায়

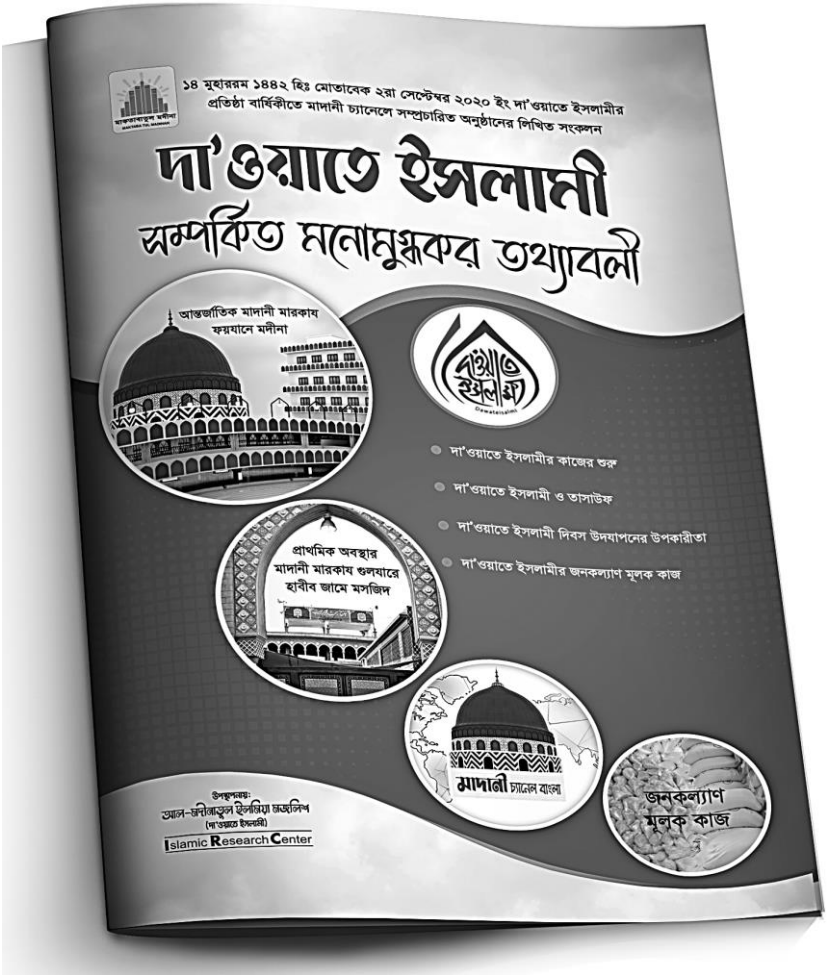

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস
২রা সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

কুরআনে করীমের বাহার
সুন্নাতে নববীর রঙ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাঝে

#ILOVEDAWATEISLAMI
#DAWATEISLAMIDAY

DAWATEISLAMI
www.dawateislami.net

হেড অফিস: ১১২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: [illegible]
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: [illegible]
আল-আমান শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১১২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: [illegible]
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: [illegible]
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,

01180427